NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ জি-২০ সম্মেলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

হাবড়ার পড়ুয়ার দেহ মিলল পূর্ব মেদিনীপুরে ২

কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২০ ভাদ্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 7.9.2023, Vol.17, Issue No.88, 8 Pages, Price 3.00

কার্ড ছাপিয়ে মার্ডার আর হাফ মার্ডারের বরাত!

গ্রেপ্তার ক্যানিংয়ের 'বুলেট'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোশ্যাল সাইটের দৌলতে হাজারো মিম প্রতিদিনই আমাদের চোখের সামনে আসছে। আসছে নানা ধরনের ভাইরাল হওয়া ভিডিও-ও। তবে তার মধ্যে কোনটা সত্যি আর কোনটা পুরোটাই মনগড়া তা বুঝে নেওয়াটা বেশ কঠিনও। এতো কিছুর মাঝেও হঠাৎ যদি এমন কোনও ভিডিও ভাইরাল হতো যাতে দেখা যেত রীতিমতো কার্ড ছাপিয়ে মানুষ খুন করার বরাত নেওয়া হচ্ছে তাহলে তা যে কেউই বিশ্বাস করতেন না সে ব্যাপারে ১০০ শতাংশ বাজি রেখে বলা যায়।

তবে এই চ্যালেঞ্জে চিড় ধরালেন ক্যানিংয়ের বুলেট। একেবারে কার্ড ছাপিয়ে মানুষ খুন করার বরাত নেওয়ার বিজ্ঞাপন করছে সে। কার্ডে স্পষ্ট লেখা হয়েছে 'মানুষ হাফ মার্ডার ও ফুল মার্ডার করা হয়।' যোগাযোগের জন্য দেওয়া রয়েছে মোবাইল নম্বর। সঙ্গে লাল কালিতে বড় করে লেখা 'বুলেট'।

এমন ঘটনা দেখে হতবার ক্যানিংবাসী। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই বুলেটের বাড়ি ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলায়। আর তাঁর নাম মোরসেলিম মোল্লা হলেও লোকে তাঁকে চেনে বুলেট নামেই। আর এই মানুষ খুন করার জন্য অর্ডার নেওয়া হয় বলে কার্ড ছাপানোর অভিযোগে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বুলেটকে।

এ ব্যাপারে ক্যানিং থানার তরফ থেকে খবর মিলেছে, 'মার্ডার' আর 'হাফ-মার্ডার'-এর খবর আসতেই তদন্তে নামেন ক্যানিং থানার আধিকারিকেরা। এরপরই সোমবার ধর্মতলা গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় বুলেটকে। এরপর তল্লাশি চালাতেই ধৃতের বাড়ি থেকে একটি বন্দুক, দু'রাউন্ড কার্তুজ ও বেশ কিছু ভিজিটিং কার্ডও উদ্ধার হয়। এরপর ক্যানিং থানার পুলিশের তরফে ধৃতকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হলে আদালত ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

এদিকে পুলিশ জানাচ্ছে, এই বুলেটের সঙ্গে অপরাধ জগতের যোগাযোগ বহুদিনের। বেআইনি অস্ত্র পাচারের অভিযোগে ২০২২ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। এরও আগে ২০২১ সালের ৭ জুলাই গোপালপুর পঞ্চায়েতের বধুকুলার ধর্মতলা গ্রামে খুন হয়েছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন মাজি-সহ তিনজন। সেই খুনের ঘটনায়ও নাম জড়ায় এই বুলেটেরই। তবে এভাবে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে মানুষ মারার বরাত নেওয়ার নমুনা দেখে তাজ্জব ক্যানিং থানার আধিকারিকেরাও। কারণ, এ ঘটনা আগে কেউ কখনও শোনেননি। চাক্ষুষ করা তো দূর-অস্ত। এখন ক্যানিং থানার আধিকারিকরা খোঁজ চালাচ্ছেন এই কার্ড বুলেট কোথা থেকে ছাপালেন তা নিয়েও। কারণ, এর সূত্র বের করতে পারলে এই ঘটনায় সঙ্গে আর কোন কোন মাথা জড়িয়ে তার খোঁজও মিলবে বলেই ধারনা ক্যানিং থানার আধিকারিকদের। তবে এদিনের এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠে গেল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে। আর এই সাহস ঠিক কোথা থেকে পেল বুলেট নামে এই যুবক, তাও খুঁজে দেখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রয়োজন খুঁজে দেখারও এটা যে, এই ঘটনার পিছনে বিশেষ কোনও দলের রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় রয়েছেন কি না। কারণ, এই ঔদ্ধত্য সাধারণ মানুষের থাকা সম্ভব নয়। প্রশ্ন এটাও থেকে যাচ্ছে, এরপর কী বুলেট মানসিক ভারসাম্যহীন বলে ছাড়া পেয়ে যাবে না তো!

'ইন্ডিয়া' নাম পরিবর্তন করা আদতে নজর ঘোরানোর তত্ত্ব

টুইটে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ইন্ডিয়া' নাম পরিবর্তন করে 'ভারত' রাখার বিষয়ে এবার টুইটে সুর চড়ালেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন -কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে আনলেন নতুন নামকরণের পেছনে 'নজর ঘোরানো' তত্ত্ব।

টুইটে নাম পরিবর্তন নিয়ে কেন্দ্রকে তুলোধোনা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার জানান, ইন্ডিয়া ভার্সেস ভারত মূলত বিজেপি সরকারের নজর ঘোরানোর একটি কৌশল। ডাবল ইঞ্জিন এবং জাতীয়তাবোধ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ঠুনকো প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করেননি বলেও কেন্দ্রকে বিদ্ধ করেন অভিষেক। এই প্রসঙ্গে অভিষেক টেনে এনেছেন, আকাশছোঁয়া জিনিসপত্রের দাম, মুদ্রাস্ফীতি, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, কর্মসংস্থানের অভাব, সীমান্তে সমস্যা নিয়ে দেশে একাধিক সমস্যার কথা। আর এগুলো নিয়ে আলোচনা না করে নজর ঘোরাতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র বলেই জানাচ্ছেন অভিষেক।

জি ২০ সম্মেলনের আমন্ত্রণ পত্রে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। আগামী অধিবেশনে দেশের নাম ইন্ডিয়া থেকে ভারত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সিদ্ধান্তের পরেই বিরোধীদের তরফ থেকে শুরু হয়েছে আক্রমণের পালা।

এদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নামকরণ ইস্যুতে প্রশ্ন তুলে জানতে চান, 'ভারত তো আমরা বলিই। এর মধ্যে নতুনত্ব কী আছে?' এই প্রসঙ্গে মমতার ব্যাখ্যা, 'ইংরেজিতে বলা হয় ইন্ডিয়াস কনস্টিটিউশন। কবিতার লাইন উল্লেখ করে তিনি জানান, আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো।' সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো এও জানান, 'ইন্ডিয়া নামে সারা বিশ্ব আমাদের দেশকে চেনে। তাঁর প্রশ্ন, হঠাৎ আজকে কী এমন হল যাতে দেশের নাম বদলে দিতে হবে? তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার বড় বড় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে দিচ্ছে। ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে।'

এদিকে দেশের নাম পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধিতা করেছে একাধিক বিরোধী দল। তাঁদের মতে, সম্প্রতি কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলো ইন্ডিয়া নামে বিরোধী জোট তৈরি করেছে। সেই নাম নিয়ে আগামী লোকসভা নির্বাচনে লড়বে। সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে নামকরণের দিক থেকে বিভ্রান্তিতে পড়তে হতে পারে বিজেপি ও বিজেপি জোটের দলগুলোকে। সেই কারণে তড়িঘড়ি দেশের নাম ভারত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলেই মনে করছে বিরোধীরা। যদিও, ব্রিটিশ স্বত্তা বজায় না রেখে দেশীয় নাম ব্যবহারের কারণেই নাম পরিবর্তন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে বিজেপির তরফে।

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের মাত্রা ঊর্ধ্বমুখী

মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি থোড়াই কেয়ার, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবন-নবান্ন সংঘাতের মাত্রা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি নিশানা করলেও তাতে থোড়াই কেয়ার করেন রাজ্যপাল তা যেন বুঝিয়ে দিলেন আরও এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যপালকে আইন মেনে চলার বার্তা দিয়েছিলেন। তবে মমতার 'বারণ' সত্ত্বেও ফের রাজ্যের কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করে বসলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

মধ্যরাতে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করলেন অধ্যাপক কাজল দে-কে। রাজভবন সূত্রে খবর, মধ্যরাতে তাঁর নিয়োগপত্রে সই করেন রাজ্যপাল বোস। শুধু তাই নয়, মধ্যরাতে রাজভবনের তরফে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্যের ছবি দিয়ে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। সঙ্গে প্রকাশ করা হয় একটি ভিডিওয়। তাতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যপাল নিয়োগনামাই সই করছেন। কাজল দে বর্তমানে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁকে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত আরও বাড়বে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ থেকে রাজনীতিবিদরা।

১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজ্য-রাজ্যপাল দ্বন্দ্ব চরমে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, রাজ্যপাল বোসকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না কেউই। অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল বোস কোনও আইন মানছেন না বলে অভিযোগ সরকারে। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে এই নিয়ে রাজ্যপালকে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে 'আর্থিক বাধা' তৈরির বার্তাও দেন মমতা।

মঙ্গলবারের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে মমতা বলেন, 'যা খুশি তাই করে যাচ্ছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, সেই চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্ত আমরা মানব না। উনি মুখ্যমন্ত্রী কি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে নিজেকে বড় ভাবছেন? সে উনি বড় হতেই পারেন। কিন্তু এমন যদি চলতে থাকে, তাহলে আমি অর্থনৈতিক অবরোধ তৈরির করব। দেখি কে টাকা দেয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় রাজভবনের কথা শুনে চলবে, সেখানে এটাই করা হবে। এই ক্ষেত্রে টিট ফর ট্যাট। আপোস করার কোনও প্রশ্নই নেই। উনি উপাচার্য নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু টাকা আমরা দিই, শিক্ষকদের বেতনও আমরা দিই।'

কিন্তু মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির কোনও পাত্তা না দিয়ে রাতেই কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল বোস। এখন এর প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের তরফে কি পদক্ষেপ করা হয় এখন সেটাই দেখার।

জমা পড়ল ১৬ ফাইলের তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি অভিযানের সময় ইডি অফিসারের ডাউনলোড করা ১৬টি ফাইলের তথ্য আদালতে জমা দিল সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে এই তথ্য জমা দেয় সিএফএসএল। তবে বিস্তারিত রিপোর্ট এখনও জমা দেওয়া হয়নি। তার জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছে সিএফএসএল। বিস্তারিত রিপোর্টের

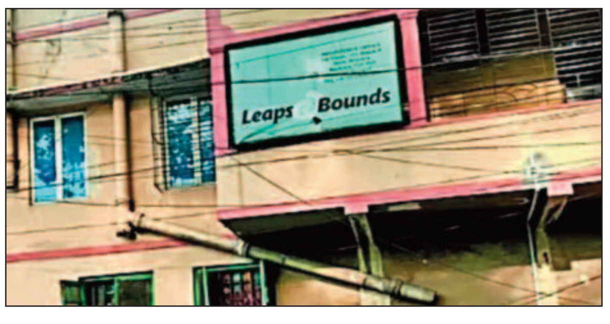

জন্য যাতে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়, এদিন আদালতে সেই আর্জি জানানো হয় সিএফএসএল-এর তরফ থেকে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

এক বিস্কুটে এক লাখ

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: একটি বিস্কুটের দাম এক লক্ষ টাকা! সম্প্রতি এক ক্রেতার অভিযোগের ভিত্তিতে আইটিসি সংস্থাকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। জানা গিয়েছে, বিস্কুটের প্যাকেটে একটি বিস্কুট কম ছিল। আইনি লড়াইয়ে সেই একটি বিস্কুটের দাম দিতে হল এক লক্ষ টাকা। অনৈতিক ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া চালানোর দায়ে আইটিসিকে এই জরিমানা দিতে হল।

যাদবপুরের প্রতি গেটে বসবে এআই ক্যামেরা!

বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ইসরোর প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন ইসরো প্রতিনিধি দল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশকে আলাদা 'জোন' হিসাবে ভাগ করে পরিদর্শন করেন তারা, এমনটাই খবর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফেও জানানো হবে, তারা কী ধরনের নিরাপত্তা চাইছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকে জোরদার করতে উন্নত পর্যায়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন গেটে বসতে পারে উন্নত প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরা, সেই সমস্ত বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন বা আরএফডিআইকে কাজে লাগিয়ে নিরাপত্তার কাজ এগোতে পারে, এমনটাই সূত্রে খবর। বুধবার ইসরোর টিমের সঙ্গে ছিলেন যাদবপুরের উপাচার্য-সহ উপচার্যও।

সূত্রে খবর, এদিন মূলত ইসরোর প্রতিনিধিরা হস্টেলে ফেসিয়াল রেকগনিশন প্রযুক্তি লাগানো সম্ভব কি না তা খতিয়ে দেখেন। বিশেষ করে নজর দেওয়া হয়, ফেসিয়াল রেকগনিশনের মাধ্যমে বাইরের কাউকে শনাক্ত করা যায় কি না সে ব্যাপারেও। এরই পাশাপাশি হস্টেলে থাকা পড়ুয়াদের ডেটাবেস তৈরির জন্য ক্লাউড তৈরি করা যায় কি না। এরই পাশাপাশি ক্যাম্পাসের গেটে এআই ব্যবহারের পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। সঙ্গে খতিয়ে দেখা হয়, ভিডিও অ্যানালিটিক্স, টার্গেট ফিক্সিংয়ের পরিবেশ আছে কি না তাও। এরপর এই পরিকল্পনা জমা পড়বে ইসরোর অফিসে। সূত্রে এও খবর, বুধবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যাবে ইসরো এই প্রতিনিধিরা।

এদিকে উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ বারংবার একটা কথা বলে আসছেন, মাথায় রাখতে হবে যাদবপুর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই অন্যান্য কোনও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার সঙ্গে এখানকার নিরাপত্তার বিষয়টি গুলিয়ে ফেলা যাবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এও জানিয়েছে, এখনও নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ইসরোর প্রতিনিধিরা দেখেছেন কোন জোন বেশি সুরক্ষিত, কোন জোন তুলনামূলক কম সুরক্ষিত। সেইমতোই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে। নিরাপত্তার বিষয়টি দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখন জোনগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ইসরোর প্রতিনিধিদের এই পরিদর্শন সম্পর্কে উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ এও জানান, 'এটা সময়সাপেক্ষ। কারণ এটা একটা রিসার্চ প্রজেক্ট। তার কতগুলো ধাপ আছে। এখানে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণের ব্যাপারও রয়েছে। স্পট ভেরিফিকেশন হয়ে গিয়েছে। যেহেতু এটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাই এখানে বেশ কিছু বিষয় নজরে রাখতে হবে। সেগুলো দেখে পর পর ধাপ মেনে এগোনো হবে। ইসরোর কাছ থেকে আমরা যে সাপোর্ট চাইছি, সেটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে ইসরোকে জানানো হবে। আপাতত রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস হবে।'

সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ৯টি বিষয়ে আলোচনার দাবি, মোদিকে চিঠি সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ৯টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। ওই ৯টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময় বরাদ্দ করার আর্জিও জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। সোনিয়ার প্রস্তাবিত ৯টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুর সঙ্কট, এমনকী আদানি বিতর্কও।

পাঁচদিনের অধিবেশনে মণিপুর হিংসা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক-সহ ৯টি বিষয়ে আলোচনার দাবি জানাচ্ছে বিরোধীরা। কংগ্রেস নেত্রী লিখেছেন, 'অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোনও পরামর্শ ছাড়াই এই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। এর অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে আমাদের কারও কোনও ধারণা নেই। আমরা শুধু জানি, পাঁচ দিনই সরকারি কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।' তবে, বিরোধীদের তোলা বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন সোনিয়া।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফে এই চিঠি দেওয়া হলেও মনে করা হচ্ছে, বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার বার্তাও এই চিঠিতে রয়েছে। চিঠিতে দেশে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-সহ কৃষকদের একাধিক দাবির প্রেক্ষিতে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলির বাস্তব রূপায়ণ না হওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি, মণিপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়া, হরিয়ানার মতো দেশের বেশ কিছু রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া নিয়েও আলোচনার দাবি তোলা হয়েছে। শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থায় নানা অনিয়ম এবং তা নিয়ে সরকারের 'নিষ্ক্রিয়তা' নিয়েও অভিযোগ জানিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তোলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, জাতগণনা বা কাস্ট সেনসাসও রয়েছে চিঠিতে উল্লিখিত ৯টি বিষয়ের মধ্যে।

এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা সোনিয়া গান্ধির চিঠিটির বিষয়ে জানান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তিনি জানান, বিশেষ অধিবেশনের আগে, মঙ্গলবার রাতে আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসের রণনীতি স্থির করা নিয়ে কংগ্রেস সংসদীয় দলের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারপর, খাড়গের বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের সংসদীয় নেতাদের আরও এক বৈঠক হয়। সেখানেই, স্থির হয় সোনিয়া গান্ধি একটি চিঠি দিয়ে বিরোধীদের দাবিগুলি জানাবেন প্রধানমন্ত্রীকে।

পাল্টা খোলা চিঠিতে আক্রমণ প্রহ্লাদের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির খোলা চিঠির জবাব দিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। সোনিয়া গান্ধিকে উদ্দেশ করে পাল্টা এক খোলা চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সোনিয়া গান্ধির চিঠিকে তিনি দুর্ভাগ্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। চিঠিতে তিনি সোনিয়া তথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংসদীয় কার্যক্রমের, গণতন্ত্রের মন্দিরের রাজনীতিকরণ করার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, কোনও বিতর্কের অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও, অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। সোনিয়াকে কটাক্ষ করে প্রহ্লাদ জোশী আরও জানিয়েছেন, সংসদীয় রীতিনীতি সম্ভবত সোনিয়া গান্ধির জানা নেই। অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই বিরোধীদের সঙ্গে অধিবেশযনের অ্যাজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করে সরকার। সংসদ শুরুর আগে সংসদীয় দলের নেতাদের বৈঠকেই আলোচনার কর্মসূচি ঠিক করার নিয়ম।

বিজেপি ছাড়লেন চন্দ্র বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি ছাড়লেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাতি চন্দ্র বোস। বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে চিঠি দিয়ে দলত্যাগের কথা জানান তিনি। চিঠিতে চন্দ্র বোস জানিয়েছেন, সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের মতো জাতীয়তাবাদী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি দল। তাই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি বলেছেন, 'বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সময় আমায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং শরৎচন্দ্র বসুর অন্তর্ভুক্তিমূলক আদর্শ প্রচার করতে দেওয়া হবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি।'

খরিফ মরশুমে ৭০ লক্ষ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার আগামী খরিফ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে ৭০ লক্ষ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিচ্ছে। যা চলতি মরশুমের তুলনায় ১০ লক্ষ টন বেশি। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে প্রায় ৫৪ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯০ শতাংশ। খাদ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই ধানক্রয়ের প্রক্রিয়ায় সময়ভিত্তিক বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করেছে। যাতে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেবে রাজ্য মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প, মিড ডে মিল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য একবছরে ২৯ লক্ষ ২৬ হাজার টন চাল প্রয়োজন। এর জন্য ৪৩ লক্ষ টন ধান লাগবে। রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টন চাল তৈরি করতে ২৭ লক্ষ টন ধান প্রয়োজন বলে খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Ruma Debnath (Adhikari) গত ১১/৮/২৩ তাং কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে Ruma Debnath (Adhikari) ও Ruma Debnath একই ব্যক্তি হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই সেপ্টেম্বর ২০ শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার। জন্মাষ্টমী তিথী। জন্মে বৃষরাশি। অষ্টোত্তরী রবির মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে কোন দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং আজ বুদ্ধপূর্ণিমা হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন আজ বুদ্ধপূর্ণিমা ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। আজ বুদ্ধপূর্ণিমা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন. তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে ।বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন ।শুভ হবে ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ।ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বুদ্ধ পুর্নিমা। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে ,অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ শ্রীশ্রী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রী কৃষ্ণ জয়ন্তী নন্দোৎসব।
শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী র আবির্ভাব দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাবড়ার বাসিন্দা কলেজ পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার পূর্ব মেদিনীপুরে

সহপাঠীদের দিকে অভিযোগের তির পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: রাজ্যে ফের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা। কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বাগত বণিকের (ডাক নাম শুভ) অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে প্রায় ১১৮ কিলোমিটার দূরে ভিন জেলার রেললাইন থেকে উদ্ধার মেধাবী ছাত্রের ক্ষতবিক্ষত দেহ। একমাত্র ছেলের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিজনরা। সঠিক তদন্তে ন্র দাবি করেছেন মৃত ছাত্রের পরিবার। ছাত্রের নিথর দেহ বাড়ি ফিরতেই শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যজুড়ে কবে বন্ধ হবে পড়ুয়াদের মৃত্যু মিছিল।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবরার বাড়ি থেকে প্রায় ১১৮ কিলোমিটার দূরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার খিরাই রেল স্টেশন লাগোয়া রেললাইন থেকে স্বাগতর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বছর উনিশের স্বাগত ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্টের পরে শিয়ালদা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগে স্যাটিস্টিক্স অনার্সে ভর্তি হন। স্বাগতর বাবা জানিয়েছেন, প্রজেক্ট বাইন্ডিং করতে দেওয়া ছিল, ওটা আনতে যাচ্ছিল। রবিবার দুপুরে স্বাগত শেষবারের মতো হাবরায় নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় মধ্যরাতে হাবরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে স্বাগতর পরিবার। বন্ধুদের পক্ষ থেকেও সোশ্যাল মাধ্যমে স্বাগতর ছবি দিয়ে নিখোঁজ বলে পোস্টও করা হয়।

সোমবার সারাদিন কেটে যাওয়ার পরে রাত ন'টা নাগাদ পাঁশকুড়া রেল পুলিশের পক্ষ থেকে খবর আসে স্বাগত মাল গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তমলুক জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। সোমবার রাতেই স্বাগতর পরিজনরা পূর্ব মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান মঙ্গলবার রাতে মেধাবী ছাত্রের নিথর দেহ নিয়ে আসে হাবরার বাড়িতে। পরিবারের একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে মা-বাবা আত্মীয় পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছেলে এভাবে মরতে পারেন না, এর পেছনে সহপাঠীরা রয়েছে বলে দাবি স্বাগতর বাবার।

পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন, ছেলে যদি মরবেই তাহলে বাড়ি থেকে এত দূরে গিয়ে কেন? কলেজের বন্ধুরা এর সঙ্গে যুক্ত আছে একই সুর শোনা গেল স্বাগতর পিসতুতো দিদির গলাতেও। পরিবারের পাশাপাশি সঠিক তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রাও। যদিও হাবরা পুলিশের পক্ষ থেকে কী ঘটনা ঘটেছে, সেই বিষয়ে জানতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে পাশাপাশি রেল পুলিশের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজে অসুর শক্তির বিনাশ হবেই : অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়। সেই পূণ্য তিথি স্মরণে কাঁকিনাড়ার ফলাহারি বাবার মন্দিরে জন্মাষ্ঠমী পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। বুধবার সন্ধেয় ফলাহারি বাবার মন্দিরে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ। এদিন সাংসদ বলেন, 'আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। অসুরকে বিনাশ করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমাজের সমস্ত অসুর শক্তির যাতে বিনাশ হয়, ভগবানের কাছে এদিন আমি সেই প্রার্থনা করলাম।'

রাজ্যে চা প্রক্রিয়াকরণ হাব তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চায়ের রপ্তানি বাণিজ্যে গতি আনতে রাজ্য সরকার কলকাতাতে একটি চা প্রক্রিয়াকরণ হাব তৈরির পরিকল্পনা করছে। এজন্য কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে ১০ থেকে ১২ একর জমি চাওয়া হয়েছে। শিল্পসচিব বন্দনা যাদব জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে প্যাকেটজাত চা কলকাতা থেকে অন্যত্র পাঠানোর আগে তার মান পরীক্ষা করা হয়। চায়ের মান পরীক্ষার সময় প্যাকেট নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে কারণ রাজ্য সরকার চাইছে কলকাতাই একটি প্রক্রিয়াকরণ হাব তৈরি করতে। উত্তরবঙ্গে থেকে আসা চা পাতা সেখানে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। এদিকে রাজ্যে উৎপাদিত চায়ের একটা বড় পরিমাণ দুবাইতে ব্লেন্ডিং করা হয়। তার পর তা অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়। সরকার চাইছে এখানেই ব্লেন্ড করে তা বিদেশে রপ্তানি করা হোক। বড় সংস্থাগুলির নিজস্ব ব্লেন্ডিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু, ছোট বাগানের মালিকদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। তাই তাদের পক্ষেও বিষয়টি সুবিধাজনক হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই হাব গড়ে তোলা হবে। এর পাশাপাশি বলাগড়ে একটি লজিস্টিক হাবও গড়ে তোলা হবে। এই দুটি হাব গড়ে তোলা হলে রাজ্যের যেমন আয় বাড়বে। তেমনি আয় বাড়বে বন্দর কর্তৃপক্ষেরও। লজিস্টিকস হাবের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বলাগড়ে কলকাতা পোর্ট গেটওয়ের কাছে প্রস্তাবিত হাবটি গড়ে তোলা হবে। এই হাবের জন্য মোট লগ্নির পরিমাণ ৪৩৫ কোটি টাকা। তার মধ্যে প্রথম দফায় বিনিয়োগ করা হবে ১০০ কোটি টাকা। এই হাব তৈরির জন্য সব মিলিয়ে ৯০০ একর জমি প্রয়োজন। যার মধ্যে ৩০০ একর বন্দরের জমি। এছাড়া সিইএসসি ও রাজ্যের ৩০০ একর করে জমি রয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় রাশ টানতে ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথদুর্ঘটনায় রাশ টানতে জাতীয়, রাজ্য সড়ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অটো, টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার পরিবহণ দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেকথা জানানো হয়েছে। প্রত্যেক জেলাশাসক ও পুরসভাগুলিতে চিঠি পাঠিয়ে নয়া নির্দেশিকা কার্যকর করতে বলা হয়েছে। কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে পুলিশকেও। জাতীয় ও রাজ্য সড়কে অটো-টোটো চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল আগেই। সেই নিয়ম ভাঙা হচ্ছে বলে প্রশাসনের নজরে এসেছে। যার জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনাও। তৈরি হচ্ছে যানজট। শুধু তাই নয়, পণ্যবাহী গাড়ির গতিও শ্লথ হচ্ছে। তাই এবার জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো, অটো বা ই-রিক্সা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করল পরিবহণ দপ্তর। স্থানীয় পুরসভা, পঞ্চায়েতগুলিকে বৈঠক করে টোটো-অটোর রুট ঠিক করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। নির্দিষ্ট রুটের বাইরে যাতে অটো-টোটো চলাচল না করে, তা পুলিশকে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দু'দিন ধরে জন্মাষ্টমী পালন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দু দিন ব্যাপী জন্মাষ্টমী পালিত হচ্ছে কলকাতার বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। এই উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, গীতা পাঠ, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা ও নানা অনুষ্ঠান। দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত জন্মোষ্টমী পূজায় অংশ নেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ হলেন আদর্শ ও বীরত্বের প্রতীক। তাঁর সেই আদর্শ ও বীরত্বে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে প্রতি বছরই মহা ধুমধামের সঙ্গে জন্মাষ্টমী পালিত হয়।

উদয়নিধির ধর্ম নিয়ে মন্তব্যের বিরোধিতায় ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের পুত্র তথা উক্ত রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্ম নিয়ে করা মন্তব্যের বিরোধিতায় পথে নামল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার তরফে বুধবার বিকেলে ধিক্কার মিছিল করা হয়। কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় থেকে ধিক্কার মিছিল শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে ভাটপাড়া থানার সামনে শেষ হয়। সেখানে কিছুক্ষন বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর তারা উদয়নিধির কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। তারপর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে উদয়নিধির বিরুদ্ধে ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক রোহিত সাউ, হংসরাজ সিং, রানা চক্রবর্তী, বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, বিজেপির আইনজীবী সেলের বীরেন ভকত-সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। ধিক্কার মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম আধিকারী বলেন, তামিলনাড়ু রাজ্যের এক মন্ত্রীর সনাতন ধর্ম নিয়ে করা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের বিরুদ্ধে এই ধিক্কার মিছিল। উদয়নিধির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উত্তমের দাবি, সনাতন ধর্মের ওপর আঘাত কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। উদয়নিধির আপত্তিকর মন্তব্যের বিরোধিতায় আন্দোলন জারি থাকবে।

মমতা অভিষেককেও মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে হবে:সেলিম

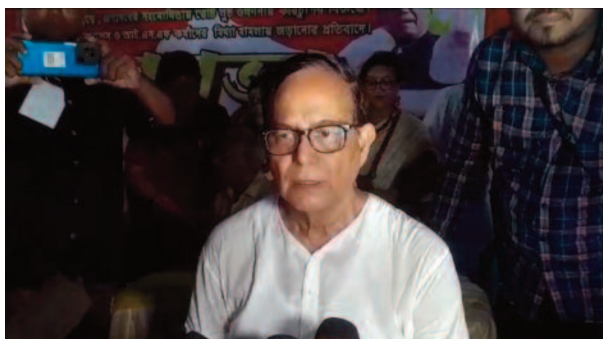

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বুধবার হাওড়ার সারেঙ্গা এলাকাতে জনসভাতে অংশ নিয়ে রাজ্যে চলা গরু, কয়লা সহ একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 'এক অনুব্রত কেন! গরু পাচারের টাকা কালীঘাটে মমতার কাছে গেছে, ভাইপোর কাছে গেছে। কয়লা পাচারের টাকা ভাইপোর স্ত্রীর ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। তাই এদের সাইবার নাম চার্জশিটে রাখতে হবে, প্রয়োজন পড়লে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আমরা খুব শীঘ্রই যদি ও সিবিআই অফিসে অভিযান করবো।' সেলিমের অভিযোগ, 'আমাদের রাজ্যের নিম্ন আদালত সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। যেখানে পুলিশের উচিত ছিল চোরদের গ্রেপ্তার করা, সেখানে পুলিশ অনুব্রত, অভিষেককে সুরক্ষা দিয়েছে। তাই ইডি, সিবিআইকে চোর ধরতে বলা হচ্ছে।' তাঁর কটাক্ষ, পাশাপাশি রাজ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সংঘাতের নাটক করে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকেই তুলে দিতে চাইছে মোদি সরকার। উচ্চ শিক্ষা না পেয়ে মানুষ ভক্ত হবে, নাহলে সিন্ডিকেটের সদস্য হবে। এতে দু'জনের লাভ। এছাড়াও বিজেপি ও তৃণমূলকে সংবাদ মাধ্যম সাহায্য করার অভিযোগ তুলে সেলিম বলেন কলকাতা থেকে সামান্য দূরত্বে তৃণমূল, বিজেপি একজোট হয়ে সিপিএম-আইএসএফকে আটকাতে একজোট হয়ে গেল, অথচ সংবাদ মাধ্যমে কোনও খবর নেই।

আজ পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিএফআরডিএ) রবীন্দ্র ভবন অডিটোরিয়াম বারাসতে অটল পেনশন যোজনা (এপিওয়াই) আউটরিচ প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে। এসএলবিসি-ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং লিড ব্যাঙ্ক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সমন্বয়ে পিএফআরডিএ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শ্রী অনন্ত গোপাল দাস, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, পিএফআরডিএ অডিটোরিয়ামে উপস্থিত সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিবেদক/সিএসপি এবং সমস্ত ব্যাঙ্কারদের উদ্দেশে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেন যে, এপিওয়াই হল একটি পেনশন স্কিম, যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের লোকেরা যেমন ছোট কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, এসএইচজি সদস্য, স্ব-নিযুক্ত, গৃহিণী ইত্যাদি ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সি যোগ্য। তিনি যোগ করেছেন যে পিএফআরডিএ-এর তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যকে পরিপূর্ণ করার দিকে মনোনীবেশ করছে। ডিজিএম, পিএফআরডিএ শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা গুপ্ত এপিওয়াই-এর অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন। তিনি সমস্ত ব্যাঙ্কার এবং সিএসপিদের কাছে এপিওয়াই-এর তালিকাভুক্তি সর্বাধিক করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, পিএফআরডিএ এপিওয়াই তালিকাভুক্তির অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য উক্ত আউটরিচ ক্যাম্পে ১২ জন সিএসপি/ব্যবসায়িক সংবাদদাতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডিওয়াই জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক শ্রী নীলাদ্রিস প্রসাদ রথ, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সার্কেল হেড শ্রী সন্দীপন আচার্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এজিএম শ্রী অমিত মণ্ডল এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শ্রী সালান বাগে, এলডিএম উত্তর ২৪ পরগনা এসএলবিসির সঙ্গে এপিওয়াই আউটরিচ ক্যাম্পের সমন্বয় করেছে। আউটরিচ ক্যাম্প উপলক্ষে বিজনেস করেসপন্ডেন্টদের দ্বারা প্রায় ১০০০ এপিওয়াই-এর তালিকাভুক্তি করা হয়েছে।

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

(CIN : L17125WB1996PLC081382)
রেজি.অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য়তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ৯১ ৯৮৩০২১১৩১৬, ইমেল: financeho@reliancejute.com
ওয়েবসাইট : www.reliancejute.com

২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, সদস্যগণের রেজিস্টার এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল)লিমিটেডের ("কোম্পানি") ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য এবং তৎসহ পঠিত রুলস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশন ২০১৫ সালের এবং তৎসহ পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") সার্কুলার নং ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, এবং ৫ মে ২০২২ (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারগুলি" হিসেবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ইন্ডিয়া সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে ২০২০ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ০৫ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মে ২০২২ এবং ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ (সম্মিলিতভাবে "সেবি সার্কুলারগুলি" হিসেবে উল্লিখিত) শারীরিক উপস্থিত ব্যতীতই সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেডের সদস্যগণের ২৭তম এজিএম বুধবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টায় ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড ("এনএসডিএল") দ্বারা প্রদত্ত সুবিধার মাধ্যমে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমতে অংশগ্রহণ এবং যোগদান করতে পারেন, যার নির্দেশাবলির বিস্তারিত এজিএম নোটিশে প্রদত্ত। ফলে অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ২৭তম এজিএমতে শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে হবে না। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম তে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরামের জন্য নির্ধারিত হবেন। এজিএম নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধি ("আরটিএ")/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস ("ডিপিএস") এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে। আরও অবগত করা হচ্ছে এমসিএ সার্কুলার মোতাবেক ২৭তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোনও শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে না। যেসকল সদস্য ডিমাট আকারে শেয়ার অধিকার করেন এবং যারা তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তাদের অবিলম্বে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যারা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার অধিকার করেন তাদের রেজিস্ট্রার, এস কে ইনপোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, skcdilip@gmail.com তে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ সালের পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : **www.reliancejute.com**। আরও জানানো হচ্ছে এজিএম নোটিশ পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লি, ওয়েবসাইট : **www.evoting.nsdl.com**, http://listingcompliance.cse-india.com ("রিমোট ই-ভোটিং") -এনএসডিএল এর সুবিধা সকল সদস্যকে প্রদান করা হবে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়ে মতামত ভোট প্রদানের জন্য। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে এজিএম চলাকালীন সময়ে। এজিএম পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার বিস্তারিত এজিএম নোটিশে উপলব্ধ। ভিসি/ওএজিএম এজিএম তে অংশগ্রহণ বা রিমোট ই-ভোটিং বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যগণ কোম্পানির ওয়েবসাইট **financeho@reliancejute.com** লিখে জানাতে পারেন। সদস্যগণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেনস (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা ডাউনলোড সেকশনের **www.evoting.nsdl.com** উপলব্ধ দেখতে পারেন বা ফোন করতে পারেন ১৮০০-২২৫-৫৩৩, ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ ফোন করে বা **evoting@nsdl.co.in** অনুরোধ পাঠিয়ে জানতে পারেন।

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লি. এর পক্ষে
স্বা/-
(রাহুল আগরওয়াল)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সিআইডি হেপাজতে ফোন ব্যবহার কুণালের, আদালতে সরব ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিআইডি হেপাজতে থাকাকালীন ভুয়ো কলসেন্টার মামলায় ধৃত কুণাল গুপ্তা ফোন ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। কিছুদিন আগেই কুণাল গুপ্তাকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। ইডির তরফে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগেই একটি মামলা রুজু করে তদন্ত চালানো হচ্ছিল। সেই মামলায় হাইকোর্টে হলফনামা দিতে আসেন কুণাল। তখনই তাঁকে পাকড়াও করে সিআইডি। কেন সিআইডি গোয়েন্দারা হঠাৎ করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল, তা নিয়ে আদালতে সেদিনই প্রশ্ন তোলা হয় ইডির তরফ থেকে। এবার কুণালে বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগ আনল ইডি। সঙ্গে জড়িয়ে গেল সিআইডির নামও।

ইডি আদালতে জানায়, কুণাল সিআইডি হেপাজতে থাকাকালীন ফোন ব্যবহার করেছেন। চলতি সপ্তাহে হাইকোর্টে মামলার শুনানির সময়ে বিষয়টি আদালতের নজরে আনে ইডি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর আদালতের নির্দেশনামাতেও এই বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইডি হাইকোর্টে এই বিষয়টি নজরে আনতেই আইনজীবীদের একাংশের অভিযোগ, এমন ঘটনা আসলে নিয়ম লঙ্ঘনের সামিল। গ্রেপ্তারির পর কোনও অভিযুক্ত হেপাজতে থাকাকালীন ফোন ব্যবহার করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কীভাবে সিআইডি হেফাজতে থাকাকালীন ফোন ব্যবহার করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। কারণ, আদালতে ইডির আইনজীবী জানিয়েছেন ধৃত কুণাল সিআইডির হেপাজতে থাকাকালীন নিজের অফিসারদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন।

অন্যদিকে অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবীর আবার বক্তব্য ছিল, সিআইডি-ই তরফেই তাঁর মক্কেলকে বলা হয়েছিল নিজের সঙ্গীদের ফোন করতে। তদন্তের স্বার্থেই হেপাজতে থাকাকালীন তাঁকে নিজের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সিআইডি বলেছিল বলে দাবি অভিযুক্তের আইনজীবীর। এদিকে রাজ্য গোয়েন্দা দফতর সিআইডির বক্তব্য, তারা কোনও অনৈতিক কাজ করেনি। সে কথা আদালতকেও জানিয়েছে তারা।

উল্লেখ্য, ভুয়ো কল সেন্টার মামলায় অভিযুক্ত কুণাল গুপ্তার ইতিমধ্যেই ১৫০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ ইডির অফিসারদের হাতে এসেছে। গত সপ্তাহেই কুণাল গুপ্তার অফিস-সহ বিভিন্ন জায়গায় গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিসাররা। সেই সময়েই এই সব নথির সন্ধান মিলেছে বলে সূত্রের খবর।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ২০ ভাদ্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

হাইকোর্টে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ১৬টি ফাইলের তথ্য জমা সিএফএসএল-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি অভিযানের সময় ইডি অফিসারের ডাউনলোড করা ১৬টি ফাইলের তথ্য আদালতে জমা দিল সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি।

সূত্রের খবর, বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে এই তথ্য জমা দেয় সিএফএসএল। তবে বিস্তারিত রিপোর্ট এখনও জমা দেওয়া হয়নি। তার জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছে সিএফএসএল। বিস্তারিত রিপোর্টের জন্য যাতে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়, এদিন আদালতে সেই আর্জি জানানো হয় সিএফএসএল-এর তরফ থেকে। হাইকোর্টের তরফে সিএফএসএলের এই আর্জি মঞ্জুরও করা হয় বলে জানা যাচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে। উল্লেখ্য,

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, 'ইসিআইআর খ ারিজের মামলায় এই অভিযোগ জানানোর কী প্রয়োজন ছিল? আলাদা করে মামলা করলেই তো হত।' যদিও অভিষেকের আইনজীবীর বক্তব্য, যেহেতু রায়দান স্থগিত রাখার পর এই ঘটনা ঘটেছে, তাই তাঁরা এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ইডির তল্লাশি অভিযান চলাকালীন লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসের একটি কম্পিউটারে ১৬টি 'অজানা' ফাইল ডাউনলোড করার অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর বিতর্ক শুরু হয়। এদিকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার তরফে এই ঘটনায় লালবাজারে সাইবার শাখায় অভিযোগও জানানো হয়। এসবের মধ্যেই বিষয়টি হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে নজরে আনেন অভিষেকের আইনজীবী।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার এই মামলার শুনানির সময় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ইডির আইনজীবীকে বলেন, তিনি যেন ইডির তদন্তকারী অফিসারকে বলে দেন যে এই ১৬টি ডাউনলোড হওয়া ফাইল ব্যবহার করতে পারবে না তদন্তকারী সংস্থা। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

রহস্যমৃত্যু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রের রেললাইনের ধারে মিলল দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেললাইনের ধার থেকে দেহ উদ্ধার হল শিয়ালদহ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রের। ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্র হাবড়ার বাসিন্দা। নাম স্বাগত বণিক। তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ে একটি রেললাইনের ধার থেকে। হাবড়া থেকে ছেলেটি কখনই বা মেদিনীপুরে গেল এবং কীভাবেই তাঁর দেহ রেললাইনের ধারে এল, সে নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁদের ছেলেকে খ ুন করা হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বললেও, তাঁদের প্রশ্ন ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেওয়ার হলে হাবড়া থেকে অত দূরে যাবে কেন?

মৃতের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, ছেলেটি বেহিসেবি জীবন কাটাত। শহরের নামী পাঁচতারা হোটেলগুলিতে তাঁর যাতায়াত ছিল। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে ।

মঙ্গলবার রাতে ছাত্রের নিথর দেহ বাড়ি ফিরতেই শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। উত্তর হাবড়ার বাসিন্দা স্বাগত বণিক শিয়ালদহ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়েছে তাঁর পাড়ায়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বছর উনিশের স্বাগত ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্টের পরে শিয়ালদহের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্ট্যাটেস্টিক্সে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। স্বাগতর বাবা জানিয়েছেন, কলেজে দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা চলছে। শিয়ালদহে প্রজেক্ট বাইন্ডিং করতে দেওয়া আছে, সেটা আনতে যাচ্ছে বলে রবিবার দুপুরে হাবড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল স্বাগত। রবিবার সন্ধে গড়িয়ে রাত হলেও ছেলে বাড়ি ফিরছে না দেখে দুশ্চিন্তায় পরে পরিবার। মধ্যরাতে হাবড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাঁরা। পরে উদ্ধার হয় দেহ।

মৃত ছাত্রের বাবা জানান, সোমবার রাত ন'টা নাগাদ পাঁশকুড়া রেল পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্বাগত মালগাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তমলুক জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। খবর পেয়ে রাতেই তমলুকে যান।'

মঙ্গলবার রাতে মেধাবী ছাত্রের নিথর দেহ নিয়ে আসা হয় হাবড়ার বাড়িতে। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা-বাবা। তাঁরা দাবি করেন, তাঁদের ছেলের মৃত্যু কখনই আত্মহত্যা নয়। এর পেছনে সহপাঠীরা রয়েছে। স্বাগতর বাবা বলেন, ছেলে যদি মরবেই, তাহলে বাড়ি থেকে এত দূরে গিয়ে কেন? ওর কলেজের বন্ধুরা নিশ্চয়ই এরসঙ্গে যুক্ত আছে। স্বাগতর মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন তাঁরা।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পরিষেবা না দিলে হবে এফআইআর, হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্ড গ্রহণ করা, পরিষেবা দিতে অস্বীকার করার অভিযোগ নিয়ে বহুদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে রাজ্য সরকার আর বেসরাকরি হাসাপতাল ও নার্সিংহোমের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এই সব বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে। তাতেও কাজের কাজ হয়নি বলেই অভিযোগ উঠছে। বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে গিয়ে এখনও ফিরতে হচ্ছে বহু রোগীকে।

এবার এমন অভিযোগ এলে সেই হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে এফআইআর করার কথা বললেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এর আগে একই কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, কারও সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটলে তিনি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারেন। এবার অরূপ বিশ্বাস জানালেন, প্রয়োজনে তিনি নিজেই এফআইআর করবেন। বাইপাসের

ধারের বেসরকারি হাসপাতালের নাম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিতেও দেখ া যায় রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে।

প্রসঙ্গত, বুধবার নিউ গড়িয়ার একটি হাসপাতালে এক নতুন পরিষেবার উদ্বোধন করতে উপস্থিত হন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চেই মন্ত্রী বলেন, 'অনেক হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পরিষেবা দিচ্ছে না। বলে দেওয়া হচ্ছে, কোটা শেষ।' রাজ্য সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ আসছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এরই রেশ ধরে মন্ত্রী জানান, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই বেসরকারি হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর করব। আমি নিজে মন্ত্রী হিসেবে এফআইআর করব। এই অভিযোগ আর কোনওভাবেই মেনে নেব না।'

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এও জানান, বেসরকারি হাসপাতালগুলি বাম আমলে ১ টাকায় জমি পেয়েছিল। তারপরও সব মানুষ কেন নূন্যতম মূল্যে পর্যাপ্ত পরিষেবা পাবে না, তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন অরূপ বিশ্বাস। মন্ত্রীর প্রশ্ন, 'কেন জমি দেওয়া হয়েছে? এই বেসরকারি হাসপাতালগুলি সব লাভ করবে। অথচ গরিব মানুষকে পরিষেবা দেবে না? আমি চাই এই এক টাকার জমি পাওয়া হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে তদন্ত হোক। কীভাবে জমি পেয়েছে, কোন চুক্তিতে পেয়েছে এগুলি নিয়ে তদন্ত করা উচিত।'

জন্মাষ্টমীতে 'কৃষ্ণ সাজো' প্রতিযোগিতা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে কখনও ভগবান, কখনও ননীচোর নন্দলালা গোপাল আবার কখনও বা গোপবালক। কোথায় যেন দ্বারকাধিপতি, কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রজের রাখাল বালক মিলে মিশে একাকার হয়ে যান। তাই তাঁর জন্মোৎসব জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে কেউ সেজেছে বংশীধারী, কেউ বা সুদর্শন ধারী কেউবা গোঠের রাখল। ননীচোরা থেকে বাল গোপাল। এমনকি কালীয় নাগ দমনকারী কৃষ্ণ সাজে খেলে বেড়াচ্ছে খুদে কৃষ্ণরা। এভাবেই কলকাতার শ্রী শ্রী ভগবান পার্থ সারথী মন্দির উন্নয়ন কমিটি আয়োজিত কৃষ্ণ সাজা প্রতিযোগিতায় অংশ নিল বেলেঘাটা এলাকার খুদে শিশুরা। মোট ৪১ জন শিশু এই প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগীতা দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ।

মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'শিশু বয়স থেকেই বাচ্চাদের মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে প্রতি বছর এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারেও দূর দুরান্ত থেকে খুদে প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছেন। মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।'

জন্মাষ্টমীতে ভক্তের গৃহে যেতে প্রস্তুত নন্দলালা। কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

শুভেন্দুর 'রক্ষা কবচ' মামলায় তোপের মুখে আইনজীবী কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'শুভেন্দু যখন আপনাদের সঙ্গে ছিলেন, তখন কি কোনও অপরাধ করেননি? দলবদলের পরেই এতগুলি অপরাধ?' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ সংক্রান্ত মামলায় বুধবার এমনই প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ।

প্রসঙ্গত, তৃণমূলে থাকাকালীন মাত্র একটি অভিযোগ ছিল শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। এরপর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে ২৭টি অভিযোগ। এরই রেশ টেনে রাজ্যকে এদিন এ বিষয়ে একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় আদালতে। জবাবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়, হতে পারে দলবদলের আগে শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হয়তো সেই সময় তিনি শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। কেউ আজ অপরাধ করছেন না মানে কাল করবেন না, তার তো কোনও মানে নেই।' এ কথা শুনে বিচারপতি

বলেন, 'এটাও হতে পারে যে আপনারা তাঁকে আড়াল করছিলেন।'

এরপরই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বিচারপতি রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে এও বলেন, 'এই পরিসংখ্যান কিন্তু আপনাদের বিপক্ষে যেতে পারে।' এদিকে রাজ্যের তরফে যুক্তি ছিল, কেউ বিরোধী শিবিরে চলে গিয়েছেন মানেই এই নয় যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। পাশাপাশি রাজ্যের তরফ থেকে এও জানানো হয়, শুভেন্দু অধিকারী যদি বিরোধী দলনেতা হিসেবে পাঁচটি পৃথক জায়গায় গিয়ে পাঁচবার গন্ডগোল করেন, তাহলে তো পদক্ষেপ করতেই হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ সেপ্টেম্বর।

হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে কলকাতা পুলিশ, মামলা গেল সিআইডির হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে কলকাতা পুলিশ। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে মামলা করে গ্রেপ্তার মামলাকারী পরিবারেরই একজন। এই ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করে বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা তুলে দিলেন সিআইডির হাতে।

বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে মামলা করেন একজন। পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন মামলাকারীর পরিবারের সদস্যরাই।

এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে মামলাকারীর অভিযোগ, মামলা তুলে নিতে চাপ দিচ্ছে খোদ পুলিশ। এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে এ প্রশ্নও করা হয়েছে, মামলাকারীর পরিবারের সদস্যদের কেন গ্রেপ্তার করা হল?

কোনও নোটিস ছাড়াই কীভাবে মামলাকারীর পরিবারের সদস্যদের পুলিশ গ্রেপ্তার করল, সেই প্রশ্ন বুধবার তোলেন বিচারপতি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত প্রশ্ন করেন, 'অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ যখন আছে। তাহলে পুলিশ কেন শুধু মামলাকারীর পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করল? পুলিশ কি চাইছে মামলা তুলে নিতে হবে? দু'পক্ষের তরফে মামলা হলেও গ্রেপ্তার শুধু এক পক্ষ কেন?' এখ ানেই শেষ নয়, বিচারপতি আরও বলেন, 'পুলিশ পদক্ষেপ করলে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হত না। কিন্তু এখানে পুলিশ সরাসরি একপক্ষের হয়ে কাজ করছে।'

এর আগে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় আরও একটি মামলার তদন্তভার সিআইডি-কে দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এক আইনজীবীকে মাথায় রড দিয়ে মারার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লঘু ধারায় মামলা হল, কেনই বা ছাড়া পেয়ে গেলেন অভিযুক্ত, সেই প্রশ্ন তুলে মামলা করেছিলেন এক আইনজীবী। সেই মামলাতেও সিআইডি-র ওপরেই ভরসা রেখেছে আদালত।

উপাচার্য নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য দ্বৈরথের শেষ কোথায়, সেই পথের কোনও হদিশ পাচ্ছেন না পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ বিশিষ্টরা। তবে তাঁরা একমত, এই দ্বৈরথ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিচ্ছে। অনেকেই এই অবনমনের মাত্রা অনুভব করতে পারছেন না।

প্রাক্তন উপাচার্য, ৮৬ বছরের ভাষাবিদ, লেখক, শিক্ষাবিদ এবং জাতীয় সংহতিতে জাপানের তৃতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার প্রাপক ডঃ পবিত্র সরকার এই প্রতিবেদককে বলেন, 'যে বিরোধ শুরু হয়েছে, তার আশু সমাধানের জন্য দুপক্ষকেই উদ্যোগী হতে হবে। কিন্তু আশার সেই আলো তো দেখা যাচ্ছে না। দু'পক্ষই শক্তিশালী। রাজ্যের মত রাজ্যপালও স্বৈরাচার শুরু করেছেন। আগেই এ রাজ্যের শিক্ষার সোনালি দিন অন্তর্হিত হয়েছে। অন্ধকার যেন আরও গভীর হচ্ছে।'

সংসদ সদস্য, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, আইনজীবী সংগঠনের সর্বভারতীয় কর্ণধার বিকাশরঞ্জন

ভট্টাচার্য বলেন, 'উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার জন্য দু'পক্ষই দায়ী। অহং বোধটা কম। দু'পক্ষই পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যদি গণতান্ত্রিক পথে রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বদল না করা যায়, সমাধানের রাস্তা দেখছি না।'

ভারতের অন্যতম প্রবীন প্রযুক্তি-শিক্ষাবিদ, শিবপুর বিই কলেজে প্রাক্তন উপাচার্য, ওয়েবেল-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছি না আসলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগরার মত বিতর্কে অংশ নিতে চাইছি না।'

প্রাক্তন উপাচার্য, বর্তমানে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক ডঃ বাসব চৌধুরীর মতে, 'শিক্ষা প্রশাসন মানে তো কেবল ভিসি নন, প্রশাসকরাও। এ রাজ্যে বিভিন্নভাবে নিস্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। শরীরে অসুখ পুষে রাখলে ভবিষ্যতে তার মাশুল গুনতেই হবে।' সমাধানের কি কোনও পথ আছে? বাসববাবুর জবাব, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তোদের চৈতন্য হোক।' এক্ষেত্রে ওইটুকুই বলব!

এই বিতর্কের আবহেই আগামী শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের এক বিশেষ বৈঠকে ডাকল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে মঙ্গলবার এই মর্মে বিকাশ ভবন থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ দেবেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

মেট্রো প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না রাজ্য, উঠল অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা এবং কলকাতারই উপকণ্ঠে যখন ক্রমেই শাখা- প্রশাখা বিস্তার করছে মেট্রো ঠিক সেই সময়েই রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্থিক অসহযোগিতার অভিযোগ উঠল। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হল, রাজ্যের কাছ থেকে কলকাতা মেট্রোর যে অর্থ পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, কলকাতা থেকে শহরতলির সংযোগ বাড়াতে একাধিক রুটে চালু হচ্ছে মেট্রো পরিষেবা। হাওড়া, গড়িয়া, সেক্টর ফাইভ, শিয়ালদহ, এসপ্লানেড-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ রুট সংযুক্ত করা হচ্ছে মেট্রো রেলের মাধ্যমে।

কবি সুভাষ থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যে মেট্রো রুট চালু হচ্ছে, সেই রুটের জন্য ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়ার কথা রাজ্য সরকারের। কিন্তু তা এখনও দেওয়া মেলেনি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে।

এদিকে আবার গড়িয়া-এয়ারপোর্ট করিডরের কাজ

এগোলেও সেক্টর ফাইভ থেকে হলদিরাম ভায়া তেঘরিয়া মেট্রোর কাজ এবার শুরু করতে চায় রেল। কেন্দ্র ও রাজ্যের ৫০ শতাংশ করে টাকা দেওয়ার কথা এই প্রকল্পে। এই প্রসঙ্গে বুধবার কেএমআরসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভি কে শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের তরফে এখ নও কোনও আগ্রহ দেখানো হয়নি। এরেই প্রেক্ষিতে কেএমআরসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভি কে শ্রীবাস্তব স্পষ্ট ভাষায় জানান, ৫০ শতাংশ অর্থ না দিতে পারলে রাজ্য জানিয়ে দিক। তাহলে প্রকল্পের পুরো টাকার জন্য রেল বোর্ডের কাছে আবেদন জানানো হবে। তাঁর সংযোজন, ন্যাশনাল মেট্রো পলিসি অনুযায়ী, মেট্রো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্র ভাগ করে টাকা দেয়। তবে ওই রুট চালু হলে যে টাকা আসে, তা যায় মেট্রোর ঘরেই।

এই রুট চালু হলে উপকৃত হবেন বহু মানুষ। ইএম বাইপাস ধরে যে সব মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন, সেই সব যাত্রীদের জন্য খুব সুবিধা হবে। সেক্টর ফাইভে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে।

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান সাধনা নিয়ে রাজনীতিকদের চাপানউতোর নিন্দার

চন্দ্রযান-৩ চাঁদের মাটি স্পর্শ করার দিনই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ সুখবর শুনিয়েছিলেন, ভারতের এবারের লক্ষ্য সূর্য। শনিবার সেই গন্তব্যেই পাড়ি জমিয়েছে আদিত্য এল-১। আদিত্য এল-১ থেকে আমরা প্রতিদিন ১৪০০ অজানা অভূতপূর্ব সব ছবি পেতে থাকব। বিজ্ঞানীদের আশা, ভারতীয় সৌরযানের ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে বহু নতুন নতুন তথ্য সামনে আসবে, যা আগামী দিনে ব্যবহৃত হবে পৃথিবীকে আরও সুন্দর, আরও বেশি বাসযোগ্য করে তোলার কাজে। আমরা দ্রুত এগিতে যেতে পারব শুধুই সামনের দিকে। এখানে আরও একবার স্মরণ করা প্রয়োজন, পুরোটাই তৈরি হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে এবং কৃতিত্বের পুরোটাই আমাদের দেশের বিজ্ঞান সাধনার। ভারতের বিজ্ঞান, দেশীয় মহাকাশ গবেষণা আত্মতুষ্টি নিয়ে থেমে যাবে না কখনও। এই আশ্বাস পাওয়া যায় ইসরোর অদূর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিতরেই। আরও একগুচ্ছ অভিযান পরিকল্পনার কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে তারা। এবার মহাজাগতিক এক্স-রে নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে মহাকাশে পাড়ি দেবে এক্সপোস্যাট। এই উপগ্রহটিতে থাকছে দুটি বৈজ্ঞানিক পেলোড। প্রথম এবং প্রধান পেলোডের নাম পোলিক্স। এর মাধ্যমে ৮ থেকে ৩০ কিলো ইলেকট্রনভল্টের মধ্যে অবস্থিত মহাকাশের এক্স-রে সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হবে। দ্বিতীয় পেলোডের নাম এক্সএসপেক্ট। ইসরো জানিয়েছে, এর সাহায্যে পাওয়া যাবে ০.৮ থেকে ১৫ কিলো ইলেকট্রনভল্টের মধ্যে অবস্থিত এক্স-রে সংক্রান্ত বর্ণালিবীক্ষণের তথ্যাদি। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষ্ণগহ্বরসহ বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনার নিঃসরণ প্রক্রিয়া বোঝা খুব কঠিন। ইসরোর দাবি, এই উপগ্রহের সাহায্যে এই সংক্রান্ত অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলবে। শনিবার ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার এক বিজ্ঞানী জানান, উৎক্ষেপণের জন্য তৈরি এক্সপোস্যাট, অর্থাৎ অভিযানের সবরকম প্রস্তুতি প্রায় শেষ। এবার শুধু উৎক্ষেপণের অপেক্ষা। সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে ভারত যে এতদূর এসে পৌঁছেছে এটি একদিনে হয়নি, এটি কোনও একজনের কৃতিত্বও নয়। এর পিছনে রয়েছে বহু যুগের সাধনা। কবির কল্পনা এবং কল্পবিজ্ঞানের কাহিনিকেও এই সাফল্যের উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। তারপর অবদান স্বীকার করে নিতে হবে যেসব বিজ্ঞানী নিরলসভাবে হাতেকলমে কাজ করে চলেছেন তাঁদেরকে। আপাতভাবে সফল হননি যাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টাকেও নস্যাৎ করা যাবে না। সেই হিসেবে এই সাফল্য সারা ভারতের তো বটেই, সমগ্র মানবজাতিরও। দেশের বৃহত্তম নির্বাচনী আসর অদূরেই। তাই ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মহাকাশ গবেষণায় দেশের অনবদ্য সাফল্যের উপর দখলদারি।

জন্মদিন

আজকের দিন

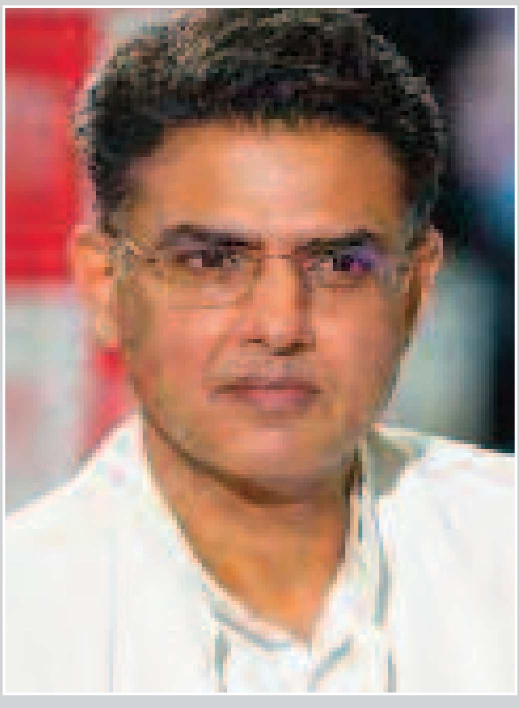

শরৎচন্দ্র বসু

১৯৭৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সচিন পাইলটের জন্মদিন।*

১৯৮৩ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়ার জ্বালা গুট্টার জন্মদিন।*

১৯৮৫ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তের জন্মদিন।*

মানব কেন্দ্রিক বিশ্বায়ন: কাউকে পিছনে ফেলে না রেখে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জি২০-কে নিয়ে যাওয়া

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

'বসুধৈব কুটুম্বকম' , এই দুটি শব্দের নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর দর্শন। এর অর্থ 'সারা বিশ্ব এক পরিবার'। এ এমন এক সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যা সব সীমানা, ভাষা এবং মতাদর্শ অতিক্রম করে সর্বজনীন এক পরিবার হিসেবে আমাদের সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার সাহস যোগায়। জি২০-তে ভারতের সভাপতিত্বে এই শব্দবন্ধ মানব কেন্দ্রিক উন্নয়নের আহ্বান হয়ে উঠেছে। এক পৃথিবীর আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গ্রহকে লালন করতে আমরা একত্রিত হয়েছি। এক পরিবার হিসেবে বিকাশের এই সাধনায় আমরা একে অপরের পাশে রয়েছি। আমরা এগিয়ে চলেছি এক অভিন্ন ভবিষ্যতের দিকে , অভিন্ন ভবিষ্যৎ - যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই সময়ের এক অনস্বীকার্য সত্য।

অতিমারি পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে আগের বিশ্বের কোনো মিল নেই। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত, জিডিপি কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানব কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাওয়া যে জরুরি, সারা বিশ্ব তা ক্রমশ আরও বেশি করে বুঝতে পারছে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে স্থিতিস্থাপকতা ও নির্ভরযোগ্যতার গুরুত্ব সারা বিশ্ব অনুভব করছে।

তৃতীয়ত, বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের মাধ্যমে বহুপাক্ষিকতার প্রসারের সম্মিলিত আহ্বান ক্রমশই জোরালো হচ্ছে।

জি২০ -তে আমাদের সভাপতিত্ব এই তিনটি ক্ষেত্রের পরিবর্তনেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা যখন ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলাম, তখন আমি লিখেছিলাম যে, জি২০-র মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন আনতেই হবে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলি, দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলি এবং আফ্রিকার প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে মূল ধারায় আনার জন্য এটি প্রয়োজন ছিল।

আমাদের সভাপতিত্বের অন্যতম প্রধান প্রয়াস হল ১২৫টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ গোলার্ধ শীর্ষ সম্মেলনের কণ্ঠস্বরকে তুলে আনা। দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন ধারণা ও মতামত সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের সভাপতিত্বে আফ্রিকার দেশগুলির অংশগ্রহণ শুধু বৃহত্তম মাত্রাতেই পৌঁছয়নি, আমরা আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-র স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার উপরও বিশেষ জোর দিয়েছি।

আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের অর্থ হল, আমাদের সামনে থাকা সমস্যাগুলিও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। ২০৩০ কর্মসূচির মাঝপথে আমরা পৌঁছে গেছি। অনেকেই গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে গতিবৃদ্ধির জন্য ২০২৩ সালে যে জি২০ কর্ম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ভবিষ্যৎ দিশা নির্দেশ করবে।

ভারতে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনধারণের প্রথা রয়েছে। আধুনিক এই সময়েও আমরা জলবায়ু সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে আমাদের অবদান রাখছি।

দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন দেশ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। জলবায়ু সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে অবশ্যই এর পরিপূরক হতে হবে। জলবায়ু সংক্রান্ত যে লক্ষ্য রাখা হবে, তার সঙ্গে অবশ্যই অর্থের যোগান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কী করা উচিত নয়, তার উপর জোর না দিয়ে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভাবা দরকার, কী করা উচিত।

সুস্থিত ও প্রাণবন্ত নীল অর্থনীতির লক্ষ্যে চেন্নাই এইচএলপি আমাদের মহাসাগরগুলিকে স্বচ্ছ ও নিরাপদ করে তোলার উপর জোর দিয়েছে।

আমাদের সভাপতিত্বে দূষণমুক্ত স্বচ্ছ হাইড্রোজেন উৎপাদনের এক বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনা আত্মপ্রকাশ করবে, সেই সঙ্গে থাকবে দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন উদ্ভাবনী কেন্দ্র।

২০১৫ সালে আমরা আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সূচনা করেছিলাম। এখন বিশ্বজনীন জৈব জ্বালানি জোটের মাধ্যমে আমরা বৃত্তীয় অর্থনীতির সুবিধার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শক্তির রূপান্তর ঘটাতে সারা বিশ্বকে সাহায্য করবো।

জলবায়ু আন্দোলনে গতি আনার সেরা উপায় হল, একে গণতান্ত্রিক করে তোলা। একজন ব্যক্তি যেমন তাঁর দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রাত্যহিক সিদ্ধান্ত নেন, তেমনি তাঁরা এই গ্রহের দীর্ঘকালীন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাবের কথা ভেবে নিজেদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। যোগাভ্যাস আজ যেমন সুস্থতার লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে এক গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, তেমনি সুস্থিত পরিবেশের লক্ষ্যে নিজেদের জীবনযাত্রা গড়ে তোলার (লাইফ স্টাইলস ফর সাসটেনেবল এনভায়রনমেন্ট - লাইফ) অঙ্গীকার নিতে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাও আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মিলেট বা শ্রীঅন্ন এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। এর মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী কৃষিরও প্রসার হবে। আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষে আমরা পৃথিবীর পাতে মিলেট তুলে দিয়েছি। এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত দাক্ষিণাত্যের উচ্চস্তরীয় নীতিগুলিও বিশেষ সহায়ক।

প্রযুক্তি এখন রূপান্তরমুখী, কিন্তু একে অন্তর্ভুক্তিমূলকও করে তুলতে হবে। অতীতে প্রযুক্তির অগ্রগতির সুফল সমাজের সব স্তরের কাছে সমানভাবে পৌঁছয়নি। গত কয়েক বছরে ভারত দেখিয়েছে, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে এই বৈষম্যকে কমিয়ে আনা যায়।

যেমন ধরুন, বিশ্বজুড়ে যে কোটি কোটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, অথবা যাঁদের ডিজিটাল অস্তিত্ব নেই তাঁদের আর্থিকভাবে ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমরা আমাদের ডিজিটাল জনপরিকাঠামোয় যে সমাধানের পথ দেখিয়েছিলাম, সারা বিশ্ব আজ তা অনুমোদন করছে। এখন জি২০-র মাধ্যমে আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর নির্মাণ, গ্রহণ ও মাত্রাবৃদ্ধিতে সাহায্য করবো, এতে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে।

ভারত যে আজ বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠেছে, তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। আমাদের সহজ, সরল, সুস্থিত সমাধানগুলি অসহায় মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে, প্রান্তিক মানুষেরাই আমাদের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহাকাশ থেকে খেলাধুলো, অর্থনীতি থেকে উদ্যোগ, ভারতীয় মহিলারা সব ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মহিলাদের উন্নয়নকে তাঁরা মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে বদলে দিয়েছেন। জি২০-তে আমাদের সভাপতিত্ব লিঙ্গ ভিত্তিক ডিজিটাল ফারাক, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবধানের অবসান ঘটিয়েছে এবং নেতৃত্বদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের বৃহত্তর ভূমিকা পালনের পরিসর সৃষ্টি করেছে।

ভারতের কাছে জি২০-র সভাপতিত্ব কেবলমাত্র উচ্চস্তরীয় কোনো কূটনৈতিক প্রয়াস নয়। গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি এবং বৈচিত্র্যের আদর্শ ভূমি হিসেবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার দরজা সারা বিশ্বের সামনে খুলে দিয়েছি।

আজ বড় মাত্রায় কোনো কাজের কথা ভাবা হলে তার সঙ্গে ভারতের নাম যুক্ত হয়ে যায়। জি২০-র সভাপতিত্বও এর ব্যতিক্রম নয়। এটা এখন এক গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। দেশজুড়ে ৬০টি শহরে ২০০-রও বেশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ১২৫টি দেশের প্রায় ১,০০,০০০ প্রতিনিধি এইসব বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। এর আগে অন্য কোনো দেশের সভাপতিত্বের সময়ে এমন বিপুল ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন করা হয়নি।

ভারতের জনজাতি, গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে কারোর কাছ থেকে শোনা এক জিনিস। আর তা নিজে প্রত্যক্ষ করা সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের জি২০ প্রতিনিধিরা এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের জি২০ সভাপতিত্ব বিভাজনের সেতুবন্ধনে, প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এবং সহযোগিতার বীজ বপন করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়েছে। আমরা এমন এক বিশ্বের কথা ভাবি, যেখানে বিভেদকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পায় ঐক্য, বিচ্ছিন্নতাকে অবলুপ্ত করে অভিন্ন গন্তব্য। জি২০-র সভাপতিত্ব হিসেবে আমরা বিশ্বকে আরও বৃহত্তর করে তোলার অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, যেখানে প্রতিটি কণ্ঠস্বর মান্যতা পাবে এবং প্রতিটি দেশ তার অবদান রাখবে। আমরা যে শপথ নিয়েছিলাম, আমাদের কাজ এবং ফলাফল তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

জি-২০তে ভারতের পরম্পরাগত ওষুধ ব্যবস্থা নজির এবং আশ্বাস দুই-ই নিশ্চিত করে

শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় আয়ুষ, বন্দর,
জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী

আজ গোটা বিশ্ব ভারতের সাশ্রয়ী এবং প্রমাণ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, এদেশের আয়ুর্বেদ এবং যোগ ক্ষেত্রের প্রামাণ্য কার্যক্ষমতাকে সম্মান দিয়ে। ভারতের জি-২০র সভাপতিত্ব বিশ্বের নেতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের সামনে এই কার্যকারিতা তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। মানবতা এবং পরিবেশের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতের পরম্পরাগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা-সংক্রান্ত বিজ্ঞান যে ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা তুলে ধরতে আয়ুষ মন্ত্রক সবকটি আলোচনায় অংশ নিয়েছে। লক্ষ্য একটাই-'সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখা'।

এটা স্পষ্ট যে, কোভিডের পর গোটা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এখন সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপরই সবাই জোর দিচ্ছেন। উচ্চমান, ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি। এই লক্ষ্যে আয়ুষ মন্ত্রক গত ৯ বছর ধরে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এবং পরম্পরাগত ওষুধ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তিগত সাধনী এবং প্রণালীর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে প্রমাণ ভিত্তিক আয়ুষ ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, জাপানের ওসাকায় জি-২০ শীর্ষ বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ৫ টি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলি হল সহজলভ্যতা, ব্যয়সাশ্রয়ী, যথাযথ, দায়বদ্ধ এবং অভিযোজ্যতা। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে আয়ুষ মন্ত্রক ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আলোচনা সভায় এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছে যে, ভারতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে, যাতে করে বিশ্বের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়ানো যায় এবং পরম্পরাগত চিকিৎসা ব্যবস্থায় জি-২০ দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়। পাশাপাশি চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় গবেষণা ও উন্নয়নমূলক এবং নির্দিষ্ট মানের নিয়মাবলী যাতে সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়েও জি ২০-র বিভিন্ন আলোচনাসভায় কথাবার্তা হয়েছে। একইসঙ্গে শিল্পসংস্থাগুলি থেকে অংশীদারদের নিযুক্ত করে জ্ঞান আদান-প্রদান, ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো এবং 'বেস্ট প্র্যাকটিস'গুলিকে সহজতর করাও মন্ত্রকের দায়িত্বের মধ্যে পড়েছে। প্রসঙ্গত, এই মন্ত্রক বিভিন্ন জি ২০ কর্মীগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে, যাতে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতামূলক কাজকর্মের উপযুক্ত এলাকাগুলি চিহ্নিত করা যায়।

জি-২০র অধীনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মী গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হল, পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্পর্কে জি-২০ নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা। বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই কর্মী গোষ্ঠী কাজ করে চলেছে। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে হেলথ ওয়ার্কিং গ্রুপ বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মী গোষ্ঠীর সবকটি আলোচনায় আয়ুষ মন্ত্রক সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। গুজরাতের গান্ধীনগরে ১৭-১৮ অগাস্টে অনুষ্ঠিত হু পরম্পরাগত মেডিসিন ইন্টারন্যাশনাল সামিটে এগুলি নিয়ে চূড়ান্ত স্তরে আলোচনা হয়েছে। সভার অংশগ্রহণ, পারস্পরিক মতের আদান-প্রদান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এই শীর্ষ বৈঠক ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে এবং গুজরাতের জামনগরে হু গ্লোবল সেন্টার ফর ট্রাডিশনাল মেডিসিন ও পরম্পরাগত ওষুধের ক্ষেত্রে এবং ২০২৫-৩৫-এর হু টিএম স্ট্র্যাটেজি তৈরির ক্ষেত্রে দিশা দেখিয়েছে।

এপ্রসঙ্গে ভারত সরকারের প্রয়াসের প্রশংসা করে হু-র মহা নির্দেশক ডাঃ টেড্রোস পরম্পরাগত ওষুধের ক্ষেত্রে ভারতের অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই আন্তর্জাতিক শীর্ষ বৈঠকের প্রাপ্তিগুলি খুব শিগগিরই গুজরাত ঘোষণাপত্র হিসেবে প্রকাশ করতে চলেছে হু।

দিল্লিতে জুলাইয়ে জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্তের সভাপতিত্বে আয়ুষ মন্ত্রক সম্প্রতি এই বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। বৈঠকে অমিতাভ কান্ত উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তির পাশাপাশি, পরম্পরাগত ওষুধ ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন।

আয়ুষ মন্ত্রকের প্রয়াস এবং জি-২০ কর্মী গোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈঠকের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব লব আগরওয়ালের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আসন্ন স্বাস্থ্য ঘোষণাপত্রে ভারতের পরম্পরাগত ওষুধকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আধুনিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে পরম্পরাগত ওষুধের ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সহযোগিতার মঞ্চ গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি। একই বৈঠকে স্টার্টআপ ২০ ভারতের সভাপতি চিন্তন বৈষ্ণব বলেন, স্টার্টআপ ২০-র তালিকায় ভারতের আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ব্রাজিলের পরবর্তী জি-২০ সভাপতিত্বে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং দক্ষ চিকিৎসকরা ভারতকে চিকিৎসা পরিষেবার অত্যন্ত জনপ্রিয় গন্তব্য করে তুলেছে। দেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত পর্যটন ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে তিরুবনন্তপুরমে প্রথম স্বাস্থ্য কর্মী গোষ্ঠীর বৈঠকে এবিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ভারতে মেডিক্যাল ট্যুরিজম শিল্পের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই বৈঠকে ফলপ্রসূ ও গভীর আলোচনা হয়।

এটা বলা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আয়ুষ শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, প্রতিবছর এই শিল্পের বাজার ১৭ শতাংশ করে বেড়েছে এবং এটি ২৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। শিল্পের মানদণ্ডের নিরিখে এই অগ্রগতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি সহায়তা, আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি, জীবনযাত্রার ধরণ-ধারণ থেকে আয়ুষের জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেহেতু বহু মানুষ আয়ুষ চিকিৎসায় উপকৃত হচ্ছেন, তাই স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল স্রোতে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকবে।

একদিকে, আয়ুষ ক্ষেত্রের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটলেও, এরসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক সমস্যাও। এগুলি হল, সুরক্ষা, স্বচ্ছতা, বিশ্বাস এবং নৈতিক অনুশীলন।

আয়ুষের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলেও, কিছু বিভ্রান্তিকর দাবিও জনমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বিজ্ঞাপন সহ বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রচার রুখতে ভারত সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৪ সালে আয়ুষ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে সুরক্ষা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে শক্তিশালী ফার্মাকো-ভিজিল্যান্স কর্মসূচির মাধ্যমে মন্ত্রক বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের ওপর নজরদারির ব্যবস্থাকে জোরদার করেছে। এইসব বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন রুখতে অন্যান্য নিয়মাবলীও চালু করা হয়েছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ফার্মাকো-ভিজিল্যান্স কর্মসূচির বলিষ্ঠ রূপায়ণ। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল, নিরাপদ আয়ুষ ওষুধপত্রের ওপর নজরদারি এবং এর বিরূপ বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

আয়ুষ মেডিসিনের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, এই ওষুধ তৈরির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদক, আমদানি কারক এবং বন্টনকারীদের জন্য শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া। সেইসঙ্গে এর গবেষণাকে উন্নত করার বিষয়ে মন্ত্রক বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দক্ষ ও নিরাপদ করে তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আয়ুষ মন্ত্রক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন নিয়ামক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত সহযোগিতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করে থাকে। এই সহযোগিতা ওষুধের মান বজার রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। গুজরাতের গান্ধীনগরে হু-র সাম্প্রতিক শীর্ষ বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে গত কয়েকমাস ধরে ভারতের বিভিন্ন পরম্পরাগত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মত বিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর দেশে এবং বিদেশে মানুষের আস্থার ভিত শক্তিশালী করা সম্ভব হয়েছে এবং মানুষের সেবায় ভারতীয় এই চিকিৎসা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি পেয়েছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মায়াপুর ইসকন।

বাঁকুড়ায় শুট আউটের ঘটনায় ম্যাগাজিন, লোডেড বন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার কেশিয়াকোলে শুট আউটের ঘটনাস্থল থেকে একটি ম্যাগাজিন সহ লোডেড বন্দুক উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার ঘটনাস্থলে রাস্তার ঠিক পাশ থেকে জলকাদায় মাখ মাখি একটি পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা রাস্তার ঠিক ধারে একটি পিস্তল কাদায় মাখামাখি অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন বলে দাবি। স্থানীয়রা এরপর বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিস্তলটি উদ্ধার করে। গতকাল ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক খানা তল্লাশি চলে। মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে এলাকায় তল্লাশি চলে। কিন্তু

তারপরও কেন পিস্তলটি পুলিশের নজর এড়িয়ে এতক্ষণ রাস্তার ধারে পড়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ৪৯১৩-১৯৮৯ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও বিধাননগর, সল্টলেক জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ২০৯০, খতিয়ান নং ৯১৩, মৌজা -গোপালপুর, জেএল নং ২, থানা- এয়ারপোর্ট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং নম্বর প্রদত্ত হোল্ডিং নং আরজিএম ২/২০০, রুম নং ৫৮, ১ নং নিরঞ্জন পল্লি, পূর্ব ওয়ার্ড নং ২, রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভার অধীন এবং বর্তমানে বিধাননগর পুরসভার অধীন হারিয়ে/হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে সাধারণ জনগণ থেকে দাবি করা হচ্ছে এতৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাগুইআটি থানায় উল্লেখ্য ডিডি এন্ট্রি নং ৩৮৩ তারিখ ০৫.০৯.২০২৩ তারিখে জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেছেন। যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও সন্ধান জানা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং এরপর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ০৬.০৯.২০৩ আপনার বিশ্বস্ত

সৌম্য রায় এবং অ্যাসোসিয়েটস
মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
নর্থ উইং, ৫মতল,
৭ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-৪০০৭০২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

হারানো দলিল

আমি মিস মৌসিমি গুহ, পিতা- শ্রী সুশান্ত কুমার সিনহা এখন বসবাস করছি ৩০২ অরলঙ, ৩৮ হরিভক্তি সোসাইটি, রেলওয়ে সাইডে, ভাদেদরা, গুজরাট, পিন-৩৯০০০৭-এ, বন্দোবস্ত দলিল নং ৪৮৭৫ তারিখ ১৩ই অক্টোবর ১৯৮৭ এর একটি দলিল হারিয়েছি যা আমার বাবার নামে ছিল। এর জন্য মিসিং রিপোর্ট গোষ্ঠী খানা, ভাদেশ্বর ২৫/০৭/২০২৩ তারিখে আবেদন নং ৫৩৭৬/২০২৩ দায়ের করা হয়েছে। উক্ত দলিলের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির বিবরণ হল- জে.এল. নং- ৬, মৌজা- শেওড়াফুলি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী আর.এস. দাগ নং ২৫৫, ২৫৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৬০ এবং এল.আর. দাগ নং ২৯২৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫২৪/১ এর অধীনে, পরিমাণ প্রায় ০.৩৩ একর।

যদি কোন ব্যক্তি/গণ উক্ত শিরোনাম দলিল খুঁজে পান বা সন্ধান জানেন, তাহলে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা ফেরত দিয়ে দিন।

তারিখ: ০৭.০৯.২০২৩ **মিস মৌসিমি গুহ**
স্থান: শেওড়াফুলি, **মো. নং-৯৪০৮৮২৯২৭৭**
হুগলী

আইনি নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল কুমুদ মেলা পিতা কালের মেলা, সাকিন দক্ষিণ চালতাবেড়িয়া, পো- মুড়াগাছা, থানা-হাসনাবাদ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মূল দলিল ১২৫৬৫(২০০৬) হারিয়ে ফেলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুড়াগাছা ওপিতে হাসনাবাদ থানার অধীন একটি জেনারেল ডায়েরি (জিডি নং ১৮) ০১.০৯.২০২৩ তারিখে দাখিল করেছেন। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নে নিয়োজিত যোগাযোগ নম্বরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তমাল চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট
বারাকপুর কোর্ট
যোগাযোগ নং : ৬২৯১০৮৭৪৭৪

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Kharagpur Paschim Medinipur
Probate Case No. 02/2023
Sri Subrata Ghosh... Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed & registered by Amulya Kumar Ghosh of Debalpur, P.O - Kharagpur, P.S - Kharagpur (Town) in respect of property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF PROPERTY

Within Dist - Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Town), Mouza Debalpur, J.L. No. 190, Sabek Ward No. 06, Hal Ward No. 05, Holding No. 107/71, R.S. Khatian No. 64 & 90, R.S. Plot No. 595, Area of land = 71 Decs, R.S Plot No. 688, Area - 12 Decs & R.S. Plot No. 693, Area- 11 Decs, Total Area = 94 Decs, (Bastu) together with double storeyed pucca building and boundary wall.

By Order,
Biswanath Das
Sherestadar
District Delegate Kharagpur
Paschim Medinipur, 06.09.2023

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ম্যাট স্যুট নং ১৯৭/২১

দরখাস্তকারী : কাঞ্চন সাহা, পিতা- মৃত ভবতোষ সাহা, সাং- নবদ্বীপ রাধাবাজার, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। - **বনাম - প্রতিপক্ষ :** - জবা সাহা (কর্মকার), পিতা- শ্রী রাধারমন কর্মকার, গ্রাম- অনন্দিগণ্ড, নীচের মাঠ, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা অত্র নোটিশ দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী আপনার বিরুদ্ধে উক্ত আদালতে রুজু করিয়াছেন। এক্ষণে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মাননীয় আদালতে আপনি অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।

আদেশানুসারে,
Pratim Chowdhury
Bench Clerk, Addl. District & Sessions
Judge Nabadwip, Nadia, 23.08.2023

কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর), ইস্টার্ন রিজিওন কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

শ্রীসিদ্ধি ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB2007PTC113428) রেজিস্টার্ড অফিস ৫২, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০১২ সম্পর্কিত

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২১ আগস্ট ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ওড়িশা রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব হয়েছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাঁর স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (১৪) চৌদ্দদিনের মধ্যে উক্ত রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন), নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ্রীসিদ্ধি ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রীকিশান আগরওয়াল
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৩ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন-০১৮৯৩২৪৮

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — বর্ধমান জোনাল অফিস

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার/বন্ধক্দাতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) পুরুলিয়া শাখা খ) (ঋণগ্রহীতার নাম- অমিত কুমার দাগা) শ্রীমতী কিরণ দেবী, মাতা-প্রয়াত অমিত কুমার দাগা, অরুণাদয় দত্ত স্ট্রীট, রাধা নিবাস, মধ্য বাজার, মেইন রোড, ওয়ার্ড নং- ১৩, থানা- পুরুলিয়া, জেলা- পুরুলিয়া- ৭২৩১০১ **এবং শ্রী রমেশ কুমার দাগা** **পিতা-প্রয়াত শ্রীনাথ দাগা,** অরুণাদয় দত্ত স্ট্রীট, রাধা নিবাস, মধ্য বাজার, মেইন রোড, ওয়ার্ড নং- ১৩, থানা- পুরুলিয়া, জেলা- পুরুলিয়া- ৭২৩১০১	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং- ১১৩২৬, আরএস খতিয়ান নং- ২৩৫১, মৌজা- পুরুলিয়া, জেএল নং- ২৯২/২, পুরাতন হোল্ডিং নং- আই-৩৯১, নতুন হোল্ডিং নং- ২৫৬, ওয়ার্ড নং- ১৩, থানা- পুরুলিয়া(টি) পুরুলিয়া পৌরসভার অধীনে, জেলা- পুরুলিয়া- ৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ, এলাকার পরিমাপ ৮৩২ বর্গফুট। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- এন সি দাস গুপ্ত রোড দ্বারা, দক্ষিণে- প্যাসেজ দ্বারা, পূর্বে- শিবকুমার পুগালিয়া/কিশোর কুমার পুগালিয়ার এইচ/এফ দ্বারা এবং কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে- প্রদীপ মলের এইচ/এফ দ্বারা।	ক) ০১.০৯.২০২৩ খ) ৩১.০১.২০২৩ গ) ১০,১৫,৬৬৫.০৫ টাকা (দশ লক্ষ পনের হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি টাকা পাঁচ পয়সা) এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ০৭.০৯.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: পুরুলিয়া **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল

इंडियन बैंक Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন: (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী ২৫.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স নিউ ইন্ডিয়া কনস্ট্রাকশন** বিজে-১৬৬, সল্টলেক, ব্লক- বিজে, সেক্টর-২, বিধান নগর, কলকাতা ৭০০০৯১ শ্রী আশিস ঢোলে পিতা-প্রয়াত বিথির কুমার ঢোলে, বিজে-১৬৬, সল্টলেক, ব্লক- বিজে, সেক্টর- ২, বিধান নগর, কলকাতা ৭০০০৯১ **শাখা :** কাঁকুড়গাছি, কলকাতা	৬৪/৮১এ, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, ওয়ার্ড নং- ৩, থানা- উল্টাডাঙ্গা পূর্বের মানিকতলা, বেলগাছিয়া, কলকাতা-৭০০০৩৭ -তে, ৫ কাঠা ১২ ছটাক ২৪ বর্গফুট এলাকার জমির প্লটে অবস্থিত "শান্তিনিকেতন" নামে (জি+৪) চারতলা ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। বিল্ডিং এর এলাকা ৭৭৬৮ বর্গফুট, গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৪৭২ বর্গফুট প্যাসেজে জিআই শীট ছাদের রান্নাঘর, আরসিসি ছাদের যত্ন নেওয়ার ঘর - ৪২৫ বর্গফুট। **সীমানা: উত্তরে-** প্লট নং- ৬৪/৭২বি, **দক্ষিণে-** প্লট নং- ৬৪/৮২, **পূর্বে-** জে. এন রায়ের জমি, **পশ্চিমে-** ২০ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৪,৬৮,২৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪৬,৮২,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB20825495600 ছ) ৩,৫৫,০৭,৫৬৫.০০ টাকা এবং তদুপরি ০৩.০৯.২০২৩ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ এবং সময় - https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi - ২৫.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত।

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ-এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস জানার জন্য ibapiop@mstcecommerce.com এবং ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন। বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

তারিখ: ০২.০৯.২০২৩, স্থান: কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — এ জে সি বোস রোড শাখা

इंडियन बैंक Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এ জে সি বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২২৯ ৮০৮৬/০৪৫৭/৩২৫৯

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এজেসি বোস রোড শাখা, কলকাতা (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এফজিএম অফিস কলকাতা - ১, কর্পোরেট অফিস ২৫৪-২৬০, অভী শানমুগাম সালাই, রয়াপেট্টা, চেন্নাই - ৬০০০১৪ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০২.০৫.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : **শ্রামতি রাখী দাস, স্বামী শুভ্রজিৎ দাস এবং শুভ্রজিৎ দাস পিতা প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ দাস** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৯৮,৮৮৫.০০ টাকা (একুশ লাখ আটানব্বই হাজার আটশো পঁচাশি টাকা) টাকা ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে **৬০** দিনের মধ্যে সুদ এবং শুল্ক সহ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট ব্রাঞ্চ-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ **২১,৯৮,৮৮৫.০০ টাকা (একুশ লাখ আটানব্বই হাজার আটশো পঁচাশি টাকা) টাকা ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ অ্যাড/নং	সীমা ক্ষেত্র	মালিক/বন্ধকদাতা
ফ্ল্যাট নং ৩এ, পারুল নিবাস, ৪র্থ তল, হোল্ডিং নং ১২১, প্রেমিসেস নং ৫১/৭০ থানা দমদম পুরসভা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৪ সমন্বিত।	**উত্তরে :** পুরসভা ড্রেন **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া কলোনি রোড **পূর্বে:** সমর মিত্রর বাড়ি **পশ্চিমে :** ছায়া নীড় অ্যাপার্টমেন্ট সমন্বিত	শ্রীমতি রাখী দাস স্বামী শুভ্রজিৎ দাস এবং শুভ্রজিৎ দাস পিতা প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ দাস

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
আশীর্বাদ বিল্ডিং মহিয়ারি রোড,
জিআইপি কলোনি,জগাছা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১১১২,
ল্যান্ড লাইন নং : ০৩৩-২৬৫৭৬২৭২

অলংকার ঋণ নিলাম

ক্রম নং	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণ গ্রহণের তারিখ	সোনার ওজন মোট (গ্রামে)
১	৩১০৫৯৫০০০০০০১৯৯০	শ্রী সোমনাথ সাধুখাঁ, পোধরা পোধরা, হাওড়া-৭১১১০৯, পশ্চিমবঙ্গ	১২.১২.২০২২	১০.৮৬
২	৩১০৫৯৫৩০০০০০০৫২৮	শ্রী সোমনাথ সাধুখাঁ, পোধরা পোধরা, হাওড়া-৭১১১০৯, পশ্চিমবঙ্গ	৩০.০৬.২০২২	১৪.৭০
৩	৩১০৫৯৫১০০০০০২১০০	শ্রীমতি অনন্যা পাল, বিএ ৫২, রাজডাঙ্গা শরৎ পার্ক, কলকাতা ইকেটি, কলকাতা-৭০০১০৭, পশ্চিমবঙ্গ	০৬.০৭.২০২২	২৫.১৪
৪	৩১০৫৯৫১০০০০০২১৩১	শ্রীমতি রিঙ্কু গুপ্তা, ১১১ জগাছা গভকলোনি, পো-জিআইপি কলোনি, হাওড়া-৭১১৩২১, পশ্চিমবঙ্গ	১২.০৭.২০২২	২৪.১৯
৫	৩১০৫৯২৮০০০০০৫৯১৪	শ্রীমতি সন্ধ্যা রানি সর,সত্যচরণ শেঠ রোড,জিআইপি কলোনি, ধারসা হাওড়া কর্পোরেশন, জিআইপি কলোনি, হাওড়া-৭১১১১২,পশ্চিমবঙ্গ	১১.০৭.২০১৯	৩৮.৬৯
৬	৩১০৫৯৫২০০০০০০৩৭০	শ্রীমতি আশা মজুমদার, ঘোষ রোড, জগছা গিরিশ কলোনি,জিআইপি কলোনি, হাওড়া- ৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ	৩১.০১.২০২২	১২.৩৫
৭	৩১০৫৯৫২০০০০০০৪৩৭	শ্রীমতি পিয়ালি ঘোষ, জগাছা চণ্ডী বিদ্যাপীঠ, পর্যন্ত ৪৭ জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ	৩০.০৩.২০২২	৯.৫৯
৮	৩১০৫৯৫১০০০০০১৪৩৫	শ্রীমতি পিয়ালি ঘোষ, জগাছা চণ্ডী বিদ্যাপীঠ, পর্যন্ত ৪৭ জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ	২০.১২.২০২১	১৫.৩৬
৯	৩১০৫৯৫১০০০০০১৪৮১	শ্রীমতি মুনমুন বসু,ওয়ার্ড নং ৪৮, মুচিপাড়া রোড, মুচিপাড়া লেন, হাওড়া পৌর সংস্থা, জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২	৩১.১২.২০২১	১০৪.৫৭

নিলামের তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ **সময় :** বেলা ৩ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত
নিলামের স্থান : কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক, আশীর্বাদ বিল্ডিং, ধারসা বিবেক ভিল, পো- জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১২, ফোন : ০৩৩- ২৬৫৭৬২৭২/৮২। মো- ৮৩৩৬৯৭২৮৫২/৯৭৩৩৭৩০২০১।
দ্রষ্টব্য : যদি আমরা ক্রেতা পাই সংশ্লিষ্ট নিলামের তারিখে তবে পরবর্তী কাজের দিন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
স্থান : জগাছা দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩ ম্যানেজার- শাখা প্রধান

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — ই-নিলাম নোটিশ

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ই-মেল - **sbi.18192@sbi.co.in**

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ বরুণ কুমার দত্ত, ইমেল আইডি ঃ **sbi.18192@sbi.co.in**, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭১০১১৮

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে কার্যরত এবং যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুকূলে অনুমোদিত হয়েছে ই-নিলাম মাধ্যমে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৩.১০.২০২৩
সময় ঃ ৩০০ মিনিট বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য
প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** যা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১৩.১০.২০২৩ তারিখে ৩১,৩৭,৩৭,৮২৩.৮০ টাকা (একত্রিশ কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার আটশো তেইশ টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা** এবং সুদ, ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া ঋণগ্রহীতা **মেসার্স গ্রিনবিল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ৯৯/৫/৯এ, বালিগঞ্জ প্লেস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৯ এবং **জামিনদাতাগণ : (ক) শ্রী আদিত্য আগরওয়াল** ঠিকানা পি-৩৭, সিআইটি রোড, এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪ **(খ) শ্রীমতি ভৈরবী আগরওয়াল** ঠিকানা পি-৩৭, সিআইটি রোড, এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪ **(গ) শ্রী নীতেশ জৈন** ঠিকানা ব্লক ৮/১সি, পাম এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় - ২০.০৯.২০২৩ সময় - সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

ক্রম নং	ব্যাঙ্ক	বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ১৩(২) নোটিশ এবং ১৩(২) এর তারিখ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ দাবি
১.	স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	২১,৯৭,১১,৭২৯,.৮০ (০৪.০৬.২০১৯) টাকা	০১.০৪.২০১৯
২.	পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	৯,৪০,২৬,০৯৪.০০ টাকা (২০.০৯.২০১৮)	০১.০৮.২০১৮
	মোট	৩১,৩৭,৩৭,৮২৩.৮০ টাকা	

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
ক) জমি এবং ভবন প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি (বন্ধকদত্ত/ দায়বদ্ধ) সহ, অবস্থিত কোম্পানির ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস , গ্রাম -কারগা, পিএইচ নং -১৫, আর আই সি- ভিলাই-৩, তহশিল- পাটান, জেলা- দুর্গ (ছত্তিশগড়) অনুযায়ী গ্রিনবিল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইটে সংযুক্ত) এর নামে। **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	৭,৮৯,০০,০০০.০০ টাকা	৭৮,৯০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১,০০,০০০.০০ টাকা	
খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং আইএফ দ্বিতীয় তলে, পরিমাণ আনুমানিক ১২২৫ বর্গ ফুট(৩০ শতাংশ সুপারবিল্ট আপ এরিয়া সহ) এবং একটি কার পার্কিং স্পেস ১০০ ফুট কমবেশি "অর্কিড টাওয়ার" ভবনে, অবস্থিত মৌজা- আরগৌরী, জেএল নং -২৭, সিএস দাগ নং ১৮৭৫ , আরএস দাগ নং ১৮৯০, খতিয়ান নং ২৮৯, থানা - সাঁকরাইল, আন্দুল মেন রোড, হাওড়া- ৭১১৩০২ অনুযায়ী আদিত্য আগরওয়ালের নামে সমুদয় সম্পত্তি। (স্বত্ব দলিল নং ১৯৮২ তারিখ ০৪.০৩.২০১৫), (বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইটে) **(স্বত্ব দখলীকৃত)**	৩৪,০০,০০০.০০ টাকা	৩,৪০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ২৫,০০০.০০ টাকা	

***দায়বদ্ধতা :** অনুগ্রহ করে বিস্তারিত নিয়ম এবং শতার্দি জানতে দেখুন পরবর্তীতে উল্লিখিত ওয়েবসাইট।

দাখিলকৃত বায়না জমা পরিমাণ ডাকদাতা কর্তৃক নিজস্ব ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হবে মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-নিলাম সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp আরটিজিএস/ এনইএফটি মাধ্যমে।

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট https://www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং https://tenders.gov.in প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ : ০৭.০৯.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম বি

[রুল ৭(১) দেখুন]
দাবি নোটিশ
[অস্বচ্ছলতা এবং দেউলিয়াত্বের বিধি ৭(১) এর অধীনে (কর্পোরেট ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারদের দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ার জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন) বিধিমালা, ২০১৯]

প্রতি তারিখ : ২১.০৭.২০২৩

১. **শ্রী অমরনাথ সাহা,** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ সাহা, ৪০, বি. এন. সেন রোড, পো. - খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩
২. **শ্রী দেবনাথ সাহা,** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ সাহা, ৪০, বি. এন. সেন রোড, পো. - খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩
৩. **শ্রীমতি রিংকু সাহা,** স্বামী অমরনাথ সাহা, ৪০, বি. এন. সেন রোড, পো. - খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩
৪. **শ্রীমতি লিপিকা সাহা,** স্বামী দেবনাথ সাহা, ৪০, বি. এন. সেন রোড, পো. - খাগড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩

হইতে :

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), ৩১৫, নেতাজি রোড, খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
বিষয় : মেসার্স নিউ উইন উইন ফিডস প্রা. লি. থেকে বকেয়া অনাদায়ী ঋণের ক্ষেত্রে দাবি নোটিশ

ম্যাডাম/স্যার,

১. এই পত্র **মেসার্স নিউ উইন উইন ফিডস প্রা. লি.** কাছ থেকে বকেয়া অপ্রদেয় ঋণের একটি দাবি নোটিশ
২. অনুগ্রহ করে নীচে ডিফল্ট হিসাবে অপ্রদেয় ঋণের বিবরণ খুঁজুন :

ঋণের বিবরণ

১.	**মোট বকেয়া পরিমাণ** (জরিমানা বা সুদ সহ)	**৮,৩৪,২৪,৮৪৪.০০ টাকা** (আট কোটি চৌত্রিশ লাখ চব্বিশ হাজার আটশো চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা **২১.০৭.২০২৩** অনুযায়ী
২.	**বকেয়া ঋণ পরিমাণ**	**৮,৩৪,২৪,৮৪৪.০০ টাকা** (আট কোটি চৌত্রিশ লাখ চব্বিশ হাজার আটশো চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা **২১.০৭.২০২৩** অনুযায়ী
৩.	**বকেয়ার তারিখ**	**১৮.০৩.২০১৮**
৪.	**খেলাপি শুরুর তারিখ**	**১৮.০৩.২০১৮**
৫.	**ঋণের প্রকৃতি**	**ক্যাশ ক্রেডিট এবং মেয়াদি ঋণ**
৬.	অধিকৃত জামিনের বিবরণ, সম্পাদনের তারিখ, আনুমানিক মূল্য, ঋণদাতা মতে (প্রযোজ্য অনুযায়ী) জামিনের বিস্তারিত	**সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং দ্বিতল ভবন সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- সৈদাবাদ,জেএল নং ১০০, দাগ নং আরএস ২১০২/৪৩৪২, এলআর ৪৫০৭, খতিয়ান নং এলআর ১৩০৮৩, ১৩০৮৪, বহরমপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন ৪০, বি এন সেন রোড, পো-খাগড়া, থানা- বহরমপুর টাউন, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, জমির এরিয়া -৪.২৮৩ ডেসিমেল, শ্রেণি-ভিটা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৯৯৬১ তারিখ ০৭.০৯.২০১১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও -বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২৭, পৃষ্ঠা ৬৬১ থেকে ৬৭২, **অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী অমরনাথ সাহা এবং শ্রী দেবনাথ সাহার নামে।** চৌহদ্দি : উত্তরে : বি এন সেন রোড, দক্ষিণে : মহারাজা শ্রীশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পূর্বে : এক্কারি মন্ডলের ভবন, পশ্চিমে : তাপস পাল এবং পিয়ালি পালের ভবন সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং পার্কিং শেড অবস্থিত মৌজা - সৈদাবাদ, জেএল নং ১০০, দাগ নং আর এস ২৬৯, ২৭১, ২৬৯/৬৫৭, ২৭০, এলআর ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, খতিয়ান নং ১০৪৪১, ১০৪৪২, বহরমপুর পুরসভা অধীন, পো- খাগড়া, থানা- বহরমপুর টাউন, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, জমির এরিয়া ১৯.২৮ ডেসিমেল, শ্রেণি-ভিটা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২৯১৯, তারিখ ১০.০৪.২০০০, রেজিস্ট্রিকৃত বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪৩, পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে ১০৫, অনুযায়ী **সম্পত্তি শ্রী দেবনাথ সাহার নামে** এবং বিক্রয় দলিল নং ১-২৯২০ তারিখ ১০.০৪.২০০০, রেজিস্ট্রিকৃত বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪২, পৃষ্ঠা ১৯৮ থেকে ২০৫, **অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী অমরনাথ সাহার নামে।** চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর জমি,দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে :অন্যান্যের সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তি ৩ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং একতলা শেড ভবন সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- সন্ন্যাসীডাঙ্গা, জেএল নং ১৬, দাগ নং ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৪৬, খতিয়ান নং ২৪৭০, নতুন গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ,জমির এরিয়া - ৩৪.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি-ভিটা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১- ৪৬১৯ তারিখ ১০.০৪.২০০৪ ,এডিএসআরও -বহরমপুর,মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২৪, পৃষ্ঠা ১২ থেকে ২২, **অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী অমরনাথ সাহা এবং শ্রী তীর্থ চ্যাটার্জি** এবং বিক্রয় দলিল নং ১-৩৩৩১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও- বহরমপুর,মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০১, পৃষ্ঠা ২২৫ থেকে ২৩৩ **অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী অমরনাথ সাহার নামে।** চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যের সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যের সম্পত্তি, পশ্চিমে: সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি ৪ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং দ্বিতল ভবন গৃহ এবং শেড সমন্বিত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- জানমহম্মদপুর, জেএল নং ১১২, দাগ নং ২০৪, ২০৫, খতিয়ান নং ২৩১২, ২৩৫৪, ২৩৫৬, ২৩৫৭, হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- হাতিনগর, থানা -বহরমপুর টাউন, পিন- ৭৪২১০২, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, জমির এরিয়া - ১৩১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি -ভিটা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৩৮৭৯ তারিখ ০৪/০৬/২০০৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৬৪, পৃষ্ঠা ১৪৮ থেকে ১৫৫, **সম্পত্তি শ্রী অমরনাথ সাহার নামে** (খতিয়ান নং ২৩১২), শ্রীমতি রিংকু সাহা (খতিয়ান নং ২৩৫৪), শ্রীমতি লিপিকা সাহা (খতিয়ান নং ২৩৫৬) এবং শ্রী দেবনাথ সাহা (খতিয়ান নং ২৩৫৭)। **সীমানা** - উত্তর-অন্যের সম্পত্তি, দক্ষিণ-পঞ্চায়েত কাঁচা রোড, পূর্ব-পুকুর, পশ্চিম-অন্যের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ৫ :** মৌজায় অবস্থিত আরসিসি ভবন সহ জমি এবং একতলা কারখানার শেডের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক - জানমহম্মদপুর, জেএল নং ১১২, দাগ নং ১৬০, ১৬২, ১৮১, ১৮২, খতিয়ান নং ২৩১০, ২৩১১, ২৩৫৪, ২৩৫৫, ২৩৫৬, ২৩৫৭, হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পো. - হাতিনগর, থানা - বহরমপুর টাউন, পিন- ৭৪২ ১০২, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, জমির এরিয়া - ২৩৩.০০ ডেসিমেল, শ্রেণী - ভিটা, বিক্রয় দলিল নম্বর ১-১৬৫৫ তারিখ ১১/০৪/২০০৭, **সম্পত্তি শ্রী দেবনাথ সাহা, শ্রীমতি লিপিকা সাহা, শ্রী অমরনাথ সাহা, শ্রীমতি রিংকু সাহা নামে,** বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ১৬৭ থেকে ১৭৮, বিক্রয় দলিল নং ১-৪৮৪২ তারিখ ১৯/০৮/২০০৫, **সম্পত্তি শ্রী অমরনাথ সাহা এবং শ্রীমতী রিংকু সাহার নামে,** বই নং ১, ভলিউম নং ১৩২, পৃষ্ঠা ১৩৫ থেকে ১৪৬, বিক্রয় দলিল নং ১-৪৮৪৩ তারিখ ১৯/০৮/২০০৫, সম্পত্তি শ্রী দেবনাথ সাহার নামে, শ্রীমতি লিপিকা সাহার নামে, বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৩২, পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫৬, দলিল নং ১-৪৮৪৪ তারিখ ১৯/০৮/২০০৫, সম্পত্তি শ্রী দেবনাথ সাহা, শ্রীমতি লিপিকা সাহা-র নামে, বই নং ১, ভলিউম নং ১৩২, পৃষ্ঠা ১৫৭ থেকে ১৬৫, দলিল নং ১-৭৮৫ তারিখ ২০/০১/২০১২, বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৯৬৪ থেকে ৪৯৭৩, **সম্পত্তি শ্রী দেবনাথ সাহা এবং শ্রী অমরনাথ সাহার নামে। সীমানা উত্তরে** - রাস্তা, দক্ষিণে - অন্যের সম্পত্তি, পূর্বে - অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিমে - অন্যের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ৬ :** ডাম্প হপার, ইনটেক ভেয়র, ইনটেক এলিমিটার, হ্যাম্প ম্যাগনেট, কনভেয়র, বাফার হপার, পাইপিং চুটস এবং স্পাউটস, ব্যাচ লিফট, হ্যামার মিল, ব্যাচ মিক্সচার, বিন, কুলার, ক্রাম্বিয়ার, ভাইব্রো চালুনি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উপর হাইপোথেকেশন প্যাকেজ, সংকুচিত এয়ার সিস্টেম, ফিডার, জল স্প্রেয়ার, তেল স্পেয়ার, হপার, বৈদ্যুতিক মেশিন, সংকোচকারী মেশিন, প্রিমিক্স মিশ্রণ মেশিন, নিয়ন্ত্রণ প্যানেল, ইত্যাদি দায়বদ্ধ প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি।
৭.	অসুরক্ষিত ঋণ (প্রযোজ্য হিসাবে)	প্রযোজ্য নয়
৮.	ঋণের উল্লেখ করে এমন পণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিরোনাম ব্যবস্থা (যদি থাকে) ধরে রাখার বিবরণ (একটি অনুলিপি সংযুক্ত করুন)	ব্যক্তিগত গ্যারান্টর/পরিচালকদের দ্বারা সম্পাদিত হাইপোথেকেশনের সাধারণ চিঠি সংযুক্ত করা হয়েছে (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে)
৯.	ডিফল্টের বিষয়ে আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা সালিসী প্যানেলের আদেশের বিবরণ, যদি থাকে (আদেশের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করুন)	উপলব্ধ নয়
১০.	তথ্য উপযোগিতার সাথে ডিফল্ট রেকর্ড, যদি থাকে (একটি অনুলিপি সংযুক্ত করুন)	উপলব্ধ রেকর্ডে ব্যক্তিগত গ্যারান্টারদের সিবিল রিপোর্টগুলি সংযুক্তি-এ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে)
১১.	ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সালের ১০) এর অধীনে উত্তরাধিকার শংসাপত্রের বিশদ বিবরণ, বা উইল বা প্রশাসনের চিঠি, বা আদালতের ডিক্রি (প্রযোজ্য অনুযায়ী) (একটি অনুলিপি সংযুক্ত করুন)	প্রযোজ্য নয়
১২.	আইন চুক্তির অন্যান্য নথির বিধান যার অধীনে ঋণ বকেয়া হয়েছে (একটি অনুলিপি সংযুক্ত করুন)	• চুক্তির বিবরণ যার অধীনে ঋণ বকেয়া হয়েছে - ট্যাব ৫ অনুযায়ী উপরে এবং বর্তমান পিটিশনের সাথে সংযুক্ত নথি। • আইনের বিধান - ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৯৭২ এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কোড ২০১৬
১৩.	ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি বিবৃতি যেখানে আমানত করা হয় বা ক্রেডিট সাধারণত কর্পোরেট ডেটরের ঋণের ক্ষেত্রে পাওনাদার দ্বারা গ্রহণ করা হয় যে তারিখ থেকে	লোন অ্যাকাউন্টের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট রেকর্ড উপলব্ধ এবং সংযুক্তি-বি হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে)
১৪.	ঋণের অস্তিত্ব এবং খেলাপির পরিমাণ প্রমাণ করার জন্য এই নোটিশের সাথে সংযুক্ত নথির তালিকা	১. ১৮.০৬.২০১৬, এবং ২৬.০৯.২০১৩ তারিখের অনুমোদন পত্র সংযুক্ত করা হয়েছে **সংযুক্তি-সি** হিসাবে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ২. মঞ্জুরি পত্রের স্বীকৃতিকে **সংযুক্তি-ডি** হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ৩. ৩০.০৯.২০১৩ তারিখের মেয়াদী ঋণ চুক্তি **সংযুক্তি-ই১** হিসাবে সংযুক্ত। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ৪. হাইপোথেকেশনের ১৩.০৭২০১৬ তারিখের সাধারণ চিঠিটি **সংযুক্তি- ই** হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ৫. ১৩.০৭.২০১৬ তারিখের গ্যারান্টি পত্রটি **সংযুক্তি-এফ** হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ৬. ১৩.০৭.২০১৬ তারিখের অমর নাথ সাহার গ্যারান্টির চিঠি সংযুক্ত করা হয়েছে **সংযুক্তি-জি** হিসাবে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ৭. ১৩.০৭.২০১৬ তারিখের দেব নাথ সাহার গ্যারান্টির চিঠিটি সংযুক্ত করা হয়েছে **সংযুক্তি-এইচ** হিসাবে (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ৮. লিপিকা সাহার ১৩.০৭.২০১৬ তারিখের গ্যারান্টির চিঠিটি সংযুক্ত করা হয়েছে **সংযুক্তি-আই** হিসাবে। (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে) ৯. ১৩.০৭.২০১৬ তারিখে রিংকু সাহার গ্যারান্টির চিঠিটি সংযুক্ত করা হয়েছে **সংযুক্তি-জে** হিসাবে (যেহেতু এটি ডিমান্ড নোটিশের একটি কাগজের প্রকাশনা এবং নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত সংযুক্তিগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না করে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নস্বাক্ষরিত, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর প্রধান শাখা থেকে উল্লিখিত সংযুক্তিগুলি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অফিসিয়াল সময়ে)

৩. আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে এই নোটিশটি প্রকাশের আগে ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে, তাহলে অনুগ্রহ করে এই নোটিশটি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পাঠিয়ে আমাদের কাছে এই ধরনের পরিশোধের প্রদর্শন করুন
ক) গ্যারান্টারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অপরিশোধিত অর্থের ইলেকট্রনিক স্থানান্তরের রেকর্ডের একটি সত্যায়িত অনুলিপি; বা
খ) গ্যারান্টর কর্তৃক ইস্যুকৃত অপরিশোধিত অর্থের জন্য চেক নগদকরণের প্রমাণ
গ) **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), বহরমপুর প্রধান শাখা** পেমেন্ট পেয়েছে এমন কোনও রেকর্ডের একটি সত্যায়িত কপি।
৪. নিম্নস্বাক্ষরিত দ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ডিফল্ট হিসাবে নিঃশর্তভাবে সম্পূর্ণরূপে অপ্রদেয় ঋণ পরিশোধ করার জন্য, ব্যর্থ হলে ইনসলভেন্সি রেজোলিউসন প্রসেস কোডের অধীনে আপনার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
শ্রী মুকেশ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
৩১৫, নেতাজি রোড, খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩।

যাদবপুরের মৃত ছাত্রের নামাঙ্কিত হাসপাতালকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত ছাত্রের নামাঙ্কিত হাসপাতালের প্রতিবাদে বুধবার সকালে নদিয়ার বগুলা হাসপাতালে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বপ্নদীপ কুণ্ডু স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্যরা। সম্প্রতি মৃত ছাত্রের মা-বাবা নবান্নে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ছাত্রটির অকাল মৃত্যুর কারণে মানবিকতার দিকে নজর রেখে মৃত ছাত্রের বাসভূমি বগুলার গ্রামীণ হাসপাতালটি ছাত্রটির নামে নামাঙ্কিত করার পাশাপাশি বগুলা গ্রামীণ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তাঁর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন। সেই মতো সরকারিভাবে বগুলা হাসপাতালের নাম মৃত ছাত্রের নামে নামকরণ করার জন্য সরকারিভাবে অর্ডার জারি হয়। তড়িঘড়ি হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে মৃত ছাত্রের নামে নামকরণ কাজ শুরু হয় বগুলায়। আর তাতেই বিপত্তির সৃষ্টি হয়। বগুলা হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে ছাত্রটির নামে নামাঙ্কিত করার প্রতিবাদে বুধবার সকালে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্বপ্নদীপ কুণ্ডু স্মৃতি রক্ষা কমিটির সদস্যরা ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে বিডিও-এর ও স্থানীয় থানার আধিকারিকরা পৌঁছলে, তাঁদের ঘিরেও প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। ছাত্রটি মৃত্যুকালে নাবালক ছিলেন, সেই জায়গা থেকে আইনত তাঁর নাম ব্যবহার করে হাসপাতালের নামকরণ করাটা কতটা যুক্তিযোগ্য বলে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, উচ্চ শিক্ষা নিতে গিয়ে ছাত্রটির রহস্যমৃত্যু হয়েছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি পরিচালিত হস্টেল ক্যাম্পাসে। কাজেই নাম পরিবর্তন করতে হলে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি পরিচালিত কোনও আবাসিক হস্টেল বা কক্ষের নাম পরিবর্তন করা হোক। এই দাবিতে বুধবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিভাগে নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে হস্টেলের ছাদ থেকে নীচে পড়ে রহস্য মৃত্যু ঘটে বাংলার ছাত্রের। র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠে আসে এবং দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা যাদবপুর, নদিয়ার বগুলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা। একজোটে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ছাত্র শিক্ষক সমাজ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে তদন্তে নেমে বেশ কয়েকজনকে আটক ও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত ছাত্রের পরিবার সম্প্রতিকালে নবান্নে গিয়ে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। সেই সূত্র ধরে নদিয়ার বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালটি মৃত ছাত্রের নামে নামাঙ্কিত করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। মূলত তারই প্রতিবাদে এদিন বগুলার বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন ছাড়াও পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্বপ্নদীপ কুণ্ডু স্মৃতি রক্ষা কমিটির সদস্যরা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

AGIO PAPER

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L21090WB1984PLC037968
৫০৫ ডায়মণ্ড প্রেস্টিজ ৪১এ এজেসি বোস রোড কলকাতা পব ৭০০০১৭ ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০৬৩ ০৬১২, ইমেল : ho@agiopaper.in; ওয়েবসাইট : www.agiopaper.in

"ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি"

উল্লিখিত বিষয়ের রেফারেন্সে সহ, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে আমাদের কোম্পানি মেসার্স এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কোম্পানির এজিএম-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে যাতে শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। সদস্যরা এজিএমে 'রিমোট ই-ভোটিং' এর স্থান ব্যতীত অন্য কোনও জায়গা থেকে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এতদ্ব বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agiopaper.in এবং www.evoting.nsdl.com এ পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানী আইন, ২০১৩ এবং বিধিগুলির বিধান অনুসারে নিম্ন বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে :

(ক) এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর সমাপ্তির তারিখ ০৫.০৯.২০২৩
(খ) 'রিমোট ই-ভোটিং' শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময় মঙ্গলবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায়
(গ) 'রিমোট ই-ভোটিং' শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় বৃহস্পতিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ বিকাল ৫টায় (এর্থ দিন)
(ঘ) ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩
(ঙ) দূরবর্তী ই-ভোটিং বৃহস্পতিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫টার এর পরে অনুমোদিত হবে না।
(চ) যেকোন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in বা ho@agiopaper.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি আপনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে আপনি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তাহলে আপনি www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ 'ব্যবহারকারীর বিবরণ/পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন' বিকল্পটি ব্যবহার করে আপনার পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করতে পারেন বা নির্ধারিত টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০-২২২-৯৯০ এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
(ছ) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের ('ইপোল পেপার') মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি সভায় উপলব্ধ করা হবে না এবং যেসব সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকার মাধ্যমে "ভোটিং পেপার" বা "পোলিং পেপার" মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট তথ্য স্বীকৃতি এবং নথিভুক্ত করুন।

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মলয় চক্রবর্তী
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০৭৩
CIN: L20219WB1985PLC096557; ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com
ইমেল: assamentrade1985@gmail.com; টেলি নং: ০৩৩-২২৩৩৫৫২০

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা
ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দেওয়া হল নোটিশ যে আসাম এনট্রেড লিমিটেডের সদস্যদের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, দুপুর ০২.৩০টায় (আইএসটি)।

কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট') এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীন বিধিগুলি এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫, সংশোধিত ("লিস্টিং রেগুলেশনস") -এর বিধানগুলি তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে,২০২২ তারিখে জারি করা অনুসারে এজিএম অনুষ্ঠিত হবে।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য নির্ধারিত আর্থিক বিবৃতি সহ এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশগুলি সমস্ত সদস্যকে ই-মেইল এর মাধ্যমে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি বা মেসার্স এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') এবং ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)'('ডিপিএস') -এর সাথে নিবন্ধিত। ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সদস্যদের এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের ইলেকট্রনিক প্রেরণ করা হয়েছে। এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, অর্থাৎ www.assamentrade.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার আইটেমগুলির সাথে সম্পর্কিত নথিগুলি https://www.evoting.nsdl.com -এ এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমে লিংক করা হবে এবং সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্টের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা পূর্বোক্ত এমসিএ/ সেবি সার্কুলার অনুসারে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশাবলী :

- কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এবং সেবি - (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রুল ৪৪ এবং কোম্পানির সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড -২ -এর সাথে পঠিত এজিএম এ পাসের প্রস্তাবিত রেজুলেশনে ইলেকট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করা হবে যারা ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার (কাট-অফ ডেট) হিসাবে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করবেন, https://www.evoting.nsdl.com/ -এ এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (রিমোট ই-ভোটিং) মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেবেন। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে তিনি রিমোট ই ভোটিং এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। সকল সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
- ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) শনিবার পর্যন্ত সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে।
- রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ সকাল ০৯:০০টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকাল ০৫:০০ টায় শেষ হবে, রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ বিকাল ০৫:০০ টায় ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। রেজোলিউশন এর উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হয়ে গেলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।
- এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না;
- যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখের আগে শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য গৃহীত প্রক্রিয়ার জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন, তবে, তারা সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।
- ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতিটি এজিএম-এর নোটিশের পাশাপাশি এনএসডিএল দ্বারা সদস্যদের পাঠানো ইমেলে পাওয়া যাবে। কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি এনএসডিএল এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য 'প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন' (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন https://www.evoting.nsdl.ccm/ । প্রযুক্তি ব্যবহার করে এজিএমের আগে বা চলাকালীন যে সদস্যদের সহায়তা প্রয়োজন, তারা ব্যবহার করতে পারেন
  ক) evoting@nsdl.co.in -এ একটি অনুরোধ পাঠান অথবা টোল ফ্রি নং: ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ ব্যবহার করুন; অথবা
  খ) মিস পল্লভী মহাত্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এনএসডিএল, মনোনীত ই-মেইল আইডি evoting@nsdl.co.in -তে যোগাযোগ করুন
- এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.assamentrade.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেমন, বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রী সাকেত শর্মা (এফসিএস:৪২২৯), অংশীদার, মেসার্স জিএসকে এন্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি -কে এজিএমের আগে এবং চলাকালীন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটদান প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি :

যে সদস্যরা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেছেন এবং যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি তাদের এবিএস কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানির আরটিএ-এ absconsultant99@gmail.com, অথবা assamentrade1985@gmail.com– -এ কোম্পানির কাছে লিখে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নাম উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের অনুলিপি সহ, ফলো নম্বর, সদস্যের ঠিকানা, ফর্ম আইএসআর-১ (কোম্পানীর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে যেকোন নথির অনুলিপি (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি)। অনুগ্রহ করে আমাদের আরটিএ-তে আসল বাতিল চেকের সাথে আপনার ব্যাঙ্কের বিশদ বিবরণ পাঠান (অর্থাৎ, মেসার্স এবিএস কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৯ স্টিফেন হাউস, ৭ তলা, ৪, বিবাদি বাগ ইস্ট, কলকাতা-৭০০০০১) চিঠির সাথে ফলিও নম্বর উল্লেখ করা, যদি ইতিমধ্যে নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন)।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে আপনার ডিপির সাথে আপনার ব্যাঙ্কের বিশদ আপডেট করুন ভবিষ্যতের সুবিধার জন্য সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, যদি ইতিমধ্যে নিবন্ধিত না থাকে। সদস্যদের ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ -এর মধ্যে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইমেল ঠিকানার সফল নিবন্ধনের পরে, কোম্পানির সদস্যরা কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ভোটিং নির্দেশাবলী সহ এজিএম নোটিশের একটি সফট কপি পাবেন। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যদেরকে আরটিএ-তে absconsultant99@gmail.com বা কোম্পানিকে assamentrade1985@gmail.com-এ লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এমসিএ ও সেবি -এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

এজিএমে যোগদানের পদ্ধতি:

সদস্যরা এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমে অ্যাক্সেসের অধীনে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে অ্যাক্সেস করতে পারেন। সফল লগইন করার পরে, আপনি কোম্পানির নামের বিপরীতে 'সাধারণ সভায় যোগদান করুন' মেনুতে রাখা 'ভিসি/ওএভিএম লিঙ্ক' এর লিঙ্ক দেখতে পাবেন। জয়েন জেনারেল মিটিং মেনুতে ভিসি/ওএভিএম লিঙ্কে ক্লিক করুন। ভিসি/ওএভিএম -এর লিঙ্ক শেয়ারহোল্ডার/সদস্য লগইন-এ উপলব্ধ হবে যেখানে কোম্পানির ইভিইএন প্রদর্শিত হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড নেই বা ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন তারা শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়াতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রিমোট ই-ভোটিং নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এটি পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

বই বন্ধ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এবং আইনের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই রবিবার, ২৪, সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে, থেকে শনি, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(আয়ুশি বাজাজ)
কোম্পানির সেক্রেটারি

স্থান : কানপুর
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৩

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN U51909WB1994PLC061514
রেজি অফিস : ৩২, কে.এল. সায়গল সরণি ৭৪০এ, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর
কলকাতা ৭০০০৫৩, ইমেল cs@auroimpex.com
ওয়েবসাইট : www.auroimpex.com ফোন নং-০৩৩-২৪০০ ৬৩০০

এজিএম এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের সদস্যদের ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার সকাল ১০.৩০ টায় ৮ এপ্রিল ২০, ১৩ এপ্রিল, ২০, ৫ মে, ২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০, ১৩ জানুয়ারী ২১, ০৫ মে ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) এবং সেবি সার্কুলারস ১২ মে ২০, ১৫ জানুয়ারী, ২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ০৫ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের জারি করা সার্কুলার অনুযায়ী ০৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত হিসাবে সাধারণ ব্যবসা লেনদেনের জন্য সাধারণ সার্কুলার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

উপরের সার্কুলারগুলির সম্মতিতে, আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ এর এজিএম-এর নোটিশ এবং আর্থিক বিবৃতি সহ বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটর রিপোর্ট, এবং অন্যান্য নথির সাথে সংযুক্ত করতে হবে (সম্মিলিতভাবে 'বার্ষিক রিপোর্ট' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) শুধুমাত্র পাঠানো হবে কোম্পানির সকল সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে নিবন্ধিত।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ এবং সেবি-এর রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) অধীনে কোম্পানির এজিএমের উদ্দেশ্যে সদস্য এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই সোমবার, ২৫.০৯.২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২৯.০৯.২০২৩ (উভয় দিনই সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং পূর্বোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.auroimpex.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় এবং সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্যও উপলব্ধ শনিবার ব্যতীত।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর ক্লজ ৪৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২২.০৯.২০২৩ পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করে, যেমন www.evoting.nsdl.com এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশন। যে বিনিয়োগকারীরা নোটিশ/ইমেল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২.০৯.২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন তাদের কোম্পানির কাছে cs@auroimpex.com-এ লিখিত/ইমেল যোগাযোগ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে। ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ২৬.০৯.২০২৩ (সকাল ৯টায় আইএসটি) শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৮.০৯.২০২৩ তারিখ (বিকেল ৫টায় আইএসটি) শেষ হবে, এর পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। যেসকল সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না তবে তারা শুধুমাত্র বক্তা হিসাবে নিজেদের নিবন্ধন করলেই এজেন্ডা আইটেম নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

যেহেতু এজিএম, ওএভিএম-এর মাধ্যমে সার্কুলার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সদস্যদের দ্বারা প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে না। শ্রীমতি কুমকুম রাঠি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিপি নং-৬২০৯), মেসার্স এম. রাঠি অ্যান্ড কোং-এর কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে এজিএম-এ ই-ভোটিং এবং ভোটিং যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, এজিএমের আগে/সময় লগইন করার সময় যে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে এনএসডিএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড'র পক্ষে
স্বা/-
রাঘব ঝুনঝুনওয়ালা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

(কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L15520WB1960PLC024710)
রেজিঃ অফিস : "অ্যালেপে কোর্ট", ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড,
কলকাতা-৭০০০২০, পঃবঃ
ফোন : (০৩৩)২২৮১৭০০১, **ই-মেল :** cs@obl.org.in, **ওয়েবসাইট :** www.obl.org.in

৬২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা,
দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে দুপুর ১টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")** এর মাধ্যমে ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করতে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং সেখানে প্রণীত বিধি এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস") এর প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে এজিএম আহ্বান করা হবে। সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১ এবং ০২/২০২২ তারিখ ০৮.০৪.২০২০, ১৩.০৪.২০২০, ০৫.০৫.২০২০, ১৩.০১.২০২১ এবং ০৫.০৫.২০২২ এবং যথাক্রমে সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ সার্কুলারস) এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২.০৫.২০২০ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫.০১.২০২১, সার্কুলার নং. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 তারিখ ১৩.০৫.২০২২ এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ০৫.০১.২০২৩ ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ("সেবি") দ্বারা জারি করা, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দিয়েছে।

আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে এবং উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানিটি ৩১ মার্চ, ২০২৩ ('বার্ষিক প্রতিবেদন') সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ প্রেরণ সম্পূর্ণ করেছে ০৬.০৯.২০২৩ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে, সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানীর নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ('ডিপোজিটরি') সাথে নিবন্ধিত। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.obl.org.in**-এও পাওয়া যায়। কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধি ২০-এর বিধি ৪৪-এর সাথে পড়ে, ২০১৫ সদস্যদের বহিস্কার করার সুবিধা প্রদান করেছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') দ্বারা প্রদত্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং দ্বারা উল্লিখিত নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায়ের আইটেমগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার। বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল :

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে **মঙ্গলবার, ২৬.০৯.২০২৩ সকাল ৯টায়** এবং শেষ হবে, **২৮.০৯.২০২৩ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায়** তারপরে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা সিডিএসএল দ্বারা ব্লক করা হবে।
২. ২২.০৯.২০২৩ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যরা, শারীরিক আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে।
৩. সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সভায় তাদের ভোট দিতে সক্ষম হবেন যদি তারা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা না পান। এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং দিতে অনুগ্রহ করে এজিএম নোটিশের নোটে উল্লেখিত নির্দেশাবলী পড়ুন। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট প্রদান করা হলে সদস্যদের এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু সভায় আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৫. একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তিনি এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৬. এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং পদ্ধতিটি সমস্ত সদস্যদের কাছে নির্ধারিত মোডে পাঠানো হয়েছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.obl.org.in**-এও উপলব্ধ রয়েছে, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলি যেমন বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **www.cse-india.com** এ এবং সিডিএসএল **www.evotingindia.com** এ।
৭. যেকোন ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং ২২.০৯.২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি সিডিএসএল-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন **helpdesk.evoting@cdslindia.com** বা কোম্পানির কাছে **cs@obl.org.in** এ অথবা তার নিবন্ধিত অফিসে ডাকযোগে। যাইহোক, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৮. ভৌত/ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য যাতে নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/অথবা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানের জন্য লগইন বিশদ পাওয়া যায় এজিএম-এ ই-ভোটিং সহ সুবিধা।
৯. এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, দয়া করে সিডিএসএল ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী দেখুন বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ই-মেইল লিখুন। যারা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগের সমাধান করবেন বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করবেন।

আইনের ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০ ধারার বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **শনিবার, ২৩.০৯.২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২৯.০৯.২০২৩ তারিখ** (উভয় দিন সহ) **পর্যন্ত বন্ধ থাকবে** এজিএমের উদ্দেশ্যে।

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ-র পক্ষে
জিয়ুত প্রসাদ
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৯.২০২৩

AGIO PAPER

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L21090WB1984PLC037968
৫০৫ ডায়মণ্ড প্রেস্টিজ ৪১এ এজেসি বোস রোড কলকাতা পব ৭০০০১৭ ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০৬৩ ০৬১২, ইমেল : ho@agiopaper.in; ওয়েবসাইট : www.agiopaper.in

বই বন্ধ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের **৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৫০৫ ডায়মণ্ড প্রেস্টিজ ৪১এ এজেসি বোস রোড কলকাতা পব ৭০০০১৭ ভারত সকাল ১০.৩০টায়** অনুষ্ঠিত হবে যে ব্যবসাগুলি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আছে সেগুলি লেনদেন করার জন্য।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ https://www.agiopaper.in/Files/Annual_Report/ANNUAL%20REPORT_FINAL_2022-2023_V3.pdf সদস্যদের দ্বারা ডাউনলোডের জন্য।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনের ৪২-এর অধীনেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ** (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে **৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।**

আপনার ই-মেইল আইডিতে কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে ইলেকট্রনিক মোড মাধ্যমে এটি আপডেট করুন, যাতে কোম্পানি ভবিষ্যতের সমস্ত নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্ট পাঠাতে সক্ষম হয়।

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মলয় চক্রবর্তী
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩-২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com
ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

কোম্পানির ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ,
ই-ভোটিং এবং কাট-অফ তারিখের তথ্য

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড লিমিটেডের সদস্যদের ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় ভিডিও কনফারেন্স ('**ভিসি**')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ('**ওএভিএম**') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (দ্য অ্যাক্ট) প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস ও দ্য সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস), ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইসু করা জেনারেল সার্কুলারস (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইসুকৃত ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার ("সেবি সার্কুলার") -এর সঙ্গে পঠিত এবং এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের শর্তাবলী অনুসারে, কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বিবৃতি এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনসমূহ সহ প্রেরণ বৈদ্যুতিন মোডে পাঠানো হয়েছে ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) -এর সাথে নিবন্ধিত রয়েছে। উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবিআই বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিতরণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত ডকুমেন্ট গুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং এনএসডিএল www.evoting.nsdl.com -তে পাওয়া যাবে।

নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ অবধি বৈদ্যুতিন মোডে নিরীক্ষণ করার জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছে উক্ত নথির নিরীক্ষণ করার জন্য কোম্পানিকে secretarial.legal@simplexinfra.com -তে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী

সময়ে সময়ে সংশোধিত মত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ অনুসারে, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড সাধারণ সভায় দ্যা ইন্সিটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়ার জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") সেবি লিস্টিং রেগুলেশন্স রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সংস্থাটি এজিএম-এ লেনদেনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সদস্যদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা কোম্পানি প্রদান করছে এবং এজন্য সংস্থাটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -কে নিযুক্ত করেছেন। "কাট-অফ ডেট" অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অনুযায়ী ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালইজেড ফর্মের শেয়ার ধারণকারী সদস্য www.evoting.nsdl.com -তে এনএসডিএলের ("রিমোটই-ই-ভোটিং") বৈদ্যুতিন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে দেওয়া হয়েছে । সদস্যদের নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পরতে অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) এজিএমের নোটিশে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায় কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।
খ) রিমোট ই-ভোটিং সময়টি রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে, এরপরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি অক্ষম করা হবে ভোটদানের জন্য । কোনও রেজুলেশনে ভোট দেওয়ার পরে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবেন না।
গ) মিটিং এর সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে এবং সভায় অংশ নেওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকারটি কাট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সংস্থার পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অংশের সমানুপাতিক হবে।
ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সদস্যরা তাদের ভোট(গুলি) দিয়েছেন তারাও এজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে তারা আবার এজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ঙ) যে কোনও ব্যক্তি নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার রাখার পরে কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটি evoting@nsdl.co.in -তে একটি অনুরোধ প্রেরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পারবেন । তবে যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে ইতিমধ্যে নিবন্ধভুক্ত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কাট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের জন্য এজিএমের নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে এজিএমগুলিতে অংশ নিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
চ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধকরণ এবং স্থানান্তর বই শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।
ছ) কোম্পানি শ্রী অতুল কুমার লভ -কে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানির সেক্রেটারি (এফসিএস - ৪৮৪৮ / সিপি - ৩২৩৮) কলকাতার, কাজ করার জন্য, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে ।
জ) মিটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটিংয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনি 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন www.evoting.nsdl.com -তে। সভার আগে/সময় যাদের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হয় এমন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in -তে একটি অনুরোধ পাঠাতে বা টোল ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ ব্যবহার করতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট/মিজ্ পল্লবী মাহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার এনএসডিএল থেকে, ট্রেড ওয়ার্ল্ড। 'এ' উইং, কমলা মিলস কমপাউন্ড সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ নির্ধারিত ইমেল আইডিতে: amitv@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in বা টেলিফোন নম্বরে ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ / ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ -তে।

সদস্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত করেননি তাদেরকে নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে সদস্যের ইমেল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যানকৃত অনুলিপি এবং কোনও ঠিকানার প্রমাণের (যেমন, আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব স্বীকৃত অনুলিপি সহ স্বাক্ষরিত অনুরোধের চিঠির নাম, ঠিকানা, ফোলিও নং, মোবাইল নং এবং ইমেল আইডি উল্লেখ করে secretarial.legal@simplexinfra.com অনুরোধ পাঠিয়ে ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার /আপডেট করতে পারেন বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN : L45201WB1996PLC077451
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com | **ইমেল :** info@dynamicarchistructures.com

২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা,
রিমোর্ট ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ দুপুর ১২.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ পোলক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ ঠিকানায় কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য রেগুলেশন, ২০১৫ ('সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন') অনুযায়ী।

কোম্পানি ২০২২-২৩ সালের আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২৭তম এজিএম এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং পদ্ধতির নোটিশ ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত ছিল / ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ডিপোজিটরি এবং হোল্ডিং শেয়ার। পূর্বোক্ত নথিগুলির একটি ফিজিক্যাল কপি সেই সদস্যদের পাঠানো হবে যারা তাদের ডিপি আইডি/এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে info@dynamicarchistructures.com-এ এটির জন্য অনুরোধ করবেন। এই নথিগুলিও উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting@nsdl.co.in।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২-এর সাথে পঠিত 'অ্যাক্ট'-এর ধারা ৯১ অনুসারে আরও নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই থাকবে। কোম্পানির ২৭তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪, এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনের ৪৪-এর নিয়ম ২০-এর সাথে পড়া 'অ্যাক্ট'-এর ধারা ১০৮-এর সাথে সম্মতিতে, এবং সাধারণ সভায় (এসএস-২) জারি করা ভারতের সেক্রেটারিরা ইন্ডিয়ার কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা, কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর দূরবর্তী ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য তার সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে। কাজ করার জন্য বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

১. দূরবর্তী ই-ভোটিং সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে শুক্রবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ টায়।
২. শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ফর্মে, কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে;
৩. এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং শুক্রবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকাল ৫.০০টার অনুমতি দেওয়া হবে না। এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না;
৪. সদস্যদের ভোটাধিকার তাদের কোম্পানির শেয়ার মূলধন আদায়দত্ত ইক্যুইটিতে শেয়ারের অনুপাতে হবে কাট অফ তারিখ শনিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অনুযায়ী
৫. সদস্য যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানি কর্তৃক ইলেকট্রনিকভাবে বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন, এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করে, অর্থাৎ শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, এই ধরনের সদস্য evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে। যাইহোক, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. ব্যালট পেপারগুলি এজিএমের স্থানে ভোট দেওয়ার জন্য উপলব্ধ করা হবে। সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা এজিএম-এ যোগ দিতে/অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্ন/অভিযোগ/সহায়তার প্রয়োজন হলে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন evoting@nsdl.co.in/ ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা শ্রী অনুভব সাকসেনা, সহকারী ম্যানেজার--এনএসডিএল AnubhavS@nsdl.co.in/০২২-২৪৯৯৪৮৩৫ শ্রী অনুভব সাক্সেনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ পোরওয়াল
ডিরেক্টর (ডিন : ০০৪৯৫৪৪৪)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার্স লিমিটেড

CIN : L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩৫
ই-মেল : investors@sastasundar.com ●ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, শুক্রবার ভিডিও-কনফারেন্স ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের ('কোম্পানি') ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৩টায় (আইএসটি) কোম্পানি আইন ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি মেনে, ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/ CMD/1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে ২০২০, সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ দ্বারা জারি করা হয়েছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলারস'), ৩৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। সভায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সম্মতিতে, সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হয় যে সংস্থাটি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(রা) ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.sastasundarventures.com এও পাওয়া যায়; লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (www.instavote.linkintime.co.in) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) লিঙ্ক করুন।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ (কাট-অফ ডেট) শুক্রবার বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হওয়া যেকোন ব্যক্তিকে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ই-ভোটিংয়ের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে, যা উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইটে। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা kolkata@linkintime.co.in-এ রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড("এলআইআইপিএল") এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে :

(ক) ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে
(খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে
(গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫টায় শেষ হবে
(ঘ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
(ঙ) ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে ই-ভোটিং ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার পরে অনুমোদিত হবে না
(চ) সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে :

- রিমোট ই-ভোটিং লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ বিকাল ৫.০০ টার পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের দ্বারা দেওয়া একটি রেজোলিউশনে একবার ভোট দিলে, সদস্যদের পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
- এজিএম-এর সময়ও ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে ভোট দেননি এবং অন্যথায় এটি করা থেকে নিষেধ করা হয়নি, তারা যোগ্য হবেন এজিএমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে।
- যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না; এবং
- একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকারী সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা আছে তিনি ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন;
- কোম্পানি শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত (সদস্য নং ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮) নিয়োগ করেছে, মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস অংশীদারকে নিয়োগ করেছে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া (ই-ভোটিং বা অন্যথায়) যাচাই-বাছাই করার জন্য।

ভিসি বা ওএভিএম-এর উপর অনুষ্ঠিত সভা যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই কারণে প্রক্সি নিয়োগের যোগ্য হবেন না।

ই-ভোটিং পদ্ধতিটি ৩৪তম এজিএম-এর নোটিশের পাশাপাশি এলআইআইপিএল-এর সদস্যদের পাঠানো ইমেলে দেওয়া আছে। শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে সাহায্য বিভাগের অধীনে https://instavote.linkintime.co.in-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ("এফএকিউএস") এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখুন enotices@linkintime.co.in-এ একটি ইমেল লিখুন বা আমাদের ফোন করুন ০২২ - ৪৯১৮৬০০০ নম্বরে।

৩৪তম এজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com এবং লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি.-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফলগুলি কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছেও পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেডের পক্ষে
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৬.০৯.২০২৩

ইন্ডিয়া-ভারত নিয়ে বিতর্ক

মন্ত্রিসভাকে সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশ মোদির

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: 'ইন্ডিয়া বনাম ভারত' বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করার বিষয়ে সতর্কতা বজায় রাখার জন্য দলের মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে সব নেতার কথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। যাঁরা এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত তাঁদেরও সতর্কভাবে মুখ খোলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বিজেপি সূত্রের খবর, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে মোদির নির্দেশ, 'ইতিহাস ঘটিতে যাবেন না। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান অনুসরণ করে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরুন। সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলুন।'

মঙ্গলবার সকালে জি২০ শীর্ষবৈঠকে অংশ নেওয়া বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের কাছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ্যে আসার পরেই জল্পনা শুরু হয়, লোকসভা ভোটের আগে দেশের নাম শুধুই 'ভারত' করতে চলেছে মোদি সরকার। রাষ্ট্রপতির ওই আমন্ত্রণপত্রে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত'। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি কাউকে কোনও চিঠি লিখলে তাতে চিরাচরিত ভাবে লেখা থাকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' কথাটি। এ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাশের জন্যই আগামী ১৮-২২ ডিসেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে বলেও জল্পনা দানা বাঁধে। যদিও এখনও সরকারি ভাবে এ বিষয়ে এখনও কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী মোদির আসন্ন ইন্দোনেশিয়া সফরের সূচি এক্স-এর হ্যান্ডলে প্রকাশ করেন বিজেপির মুখ পাত্র সম্বিত পাত্র। সেখানে মোদির পদ লেখা হয়েছে, 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত'। যদিও সরকারি প্রথা অনুযায়ী তাঁর পদটিকে 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া' লেখা হয়। আজই মোদি ইন্দোনেশিয়ায় যাবেন ২০তম 'আসিয়ান-ইন্ডিয়া শীর্ষ সম্মেলনে' যোগ দিতে। সরকারি নথিতে অবশ্য ওই সম্মেলনের নামের ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক বিভ্রাট এড়াতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সরকারি ভাবে এখনও এ বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। বিজেপি সূত্রের খবর, বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের পুত্র উদয়নিধির বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে 'সক্রিয়তা' বৃদ্ধিরও বার্তা দিয়েছেন মোদি। বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ওই নেতার বিরুদ্ধে 'সনাতন ধর্ম' অবমাননার অভিযোগে 'সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রচার' চালানোর কথা বলেছেন তিনি। এ বিষয়ে যাতে দলের বিভিন্ন নেতা পরস্পরবিরোধী মন্তব্য না করেন, সে বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন মোদি।

চাপ বাড়ল অনুব্রতর

গোরু পাচার মামলা সরল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: বাংলা থেকে দিল্লিতে সরল গোরু পাচার মামলা। আসানসোলের সিবিআই আদালত থেকে মামলা স্থানান্তরিত হল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে। আর এই নির্দেশে খুব স্বাভাবিক ভাবেই চাপ বাড়ল অনুব্রত মণ্ডল, সায়গল হোসেনদের। প্রসঙ্গত, গত ২৮ জুলাই মামলা সরানোর আবেদন জানিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সেই আবেদন এবার মঞ্জুর করতে দেখা গেল আসানসোল সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীকে। এবার তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রতর শুনানি হবে দিল্লির আদালতেই। ১১ এপ্রিলের মধ্যে গোরুপাচার মামলার সমস্ত কেস রেকর্ড এদিকে দিল্লি রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে খবর, আসানসোল সিবিআই আদালতে প্রথম থেকেই গোরু পাচারের মামলা চলছে। ইডি সেই মামলা দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার আবেদন জানিয়েছিল। প্রথমে ইডি আদালতে বোঝাতে ব্যর্থ হয়, কেন তারা দিল্লিতে নিয়ে যেতে চাইছে। এরপর বুধবার ইডির তরফে একটি নোটিফিকেশন তুলে ধরা হয়। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক তা জারি করেছিল। সেই নোটিফিকেশন মোতাবেক ইডি আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ৪৪/১সি ধারায় মামলা স্থানান্তরের আবেদন করতে পারে। যদিও এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ। তিনি আবেদন করেন, সিবিআইয়ের মামলার শুনানি যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন যেন এই আবেদন স্থগিত রাখা হয়। বুধবার বিচারক দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শোনেন। তারপরই বিচারক রায় দেন, এবার দিল্লিতেই এই মামলা শুনানি হবে। এদিনের এই নির্দেশের পর বঙ্গের রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে কোনওভাবেই অনুব্রত যে বীরভূমে ফিরতে পারবেন না, তা এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল বলা যায়।

প্রসঙ্গত, গোরু পাচার মামলায় সিবিআই ও ইডি একইসঙ্গে তদন্ত করছে। সিবিআইয়ের হাতেই প্রথম গ্রেপ্তার হন অনুব্রত মণ্ডল। সেই মামলা চলছিল আসানসোলের সিবিআই আদালতে। যদিও পরে ইডি তাঁকে শ্যোন অ্যারেস্ট করে এবং দিল্লির তিহার জেলে নিয়ে যায়। ইডির মামলা চলছে রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে। যেহেতু আর্থিক প্রতারণা মামলা, তা স্থানান্তরের নিয়ম যে আইনে আছে, এদিন ইডি সেটাই তুলে ধরে।

ফের মসনদে ফেরা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: '২০১৪ সালে কেউই জানতেন না মোদি কে। তবুও তাঁরা আমাকে ভোটে জিতিয়েছিলেন বিরাট জনাদেশে।' এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বললেন মোদি। সামনের বছরই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। তার আগে সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি দাবি করলেন, সামনের বছর তাঁর ফের মসনদে বসা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, '২০১৪ সালে কেউ চিনতেন না মোদিকে। তবুও তাঁরা আমাকে ভোটে জিতিয়েছিলেন বিরাট জনাদেশে। পরের দশ বছরে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন সর্বত্রই কমবেশি মোদি রয়েছে। সে চন্দ্রযান মিশন হোক কিংবা আমার সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে। এখন তাঁরা আমাকে ভাল করেই চেনেন। আমার সন্দেহ নেই মানুষ সঠিক নির্বাচনই করবেন।'

সেই সঙ্গে মোদি জোর দিয়েছেন মজবুত ও স্থায়ী সরকার গঠনে। এবং যেভাবে মানুষ, ইতিমধ্যেই দু'বার তাঁদের সরকারকে নির্বাচন করেছেন সেজন্য তিনি আমজনতার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মোদির মতে, 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে তবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, অর্থনীতি, শিক্ষা সব দিকেই নজর রাখা সম্ভব হয়।'

এদিকে কোভিডকালে তাঁর উপরে নতুন নোট ছাপানোর চাপ ছিল, তাও জানিয়েছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'আমি তা করিনি। জানতাম যা করছি তা বড় রাজনৈতিক ঝুঁকি, কিন্তু আমি কোভিড-১৯ ম্যানেজমেন্টের জন্য টাকা ভাগ করে দিয়েছিলাম।'

গণেশ চতুর্থীতেই উদ্বোধন হবে নতুন সংসদ ভবনের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর চলবে সংসদের পাঁচ দিনের বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশন নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এক দেশ এক নির্বাচন, দেশের নমা বদলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আসতে পারে সরকারের পক্ষ থেকে। এরই মধ্যে আরও একটি বড় জল্পনা ছিল নতুন সংসদ ভবনকে ঘিরে। শোনা যাচ্ছিল, এই বিশেষ অধিবেশন শুরু হতে পারে পুরোনো ভবনে, আর শেষ হবে নতুন ভবনে। বুধবার এক সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ, বিশেষ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনই নতুন সংসদ ভবনে স্থানান্তরিত হবে সভা। বাকি চারদিনের কাজ চলবে নতুন ভবনেই।

সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থী। ওই দিনটিই নয়া সংসদ ভবনে অধিবেশন স্থানান্তরের জন্য নির্ধারণ করেছে সরকার। মোদি সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প এই নয়া সংসদ ভবন। চলতি বছরের ২৮ মে ভবনটির উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ৯৭১ কোটি ব্যয়ে এই নয়া ভবন তৈরি করা হয়েছে। নয়া ভবনে লোকসভায় ৮৮৮ জন এবং রাজ্যসভায় ৩০০ জন সাংসদ বসার বন্দোবস্ত রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে আরও অনেক অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। নয়া সংসদ ভবন উদ্বোধনের পর, সংসদের বাদল অধিবেশন ছিল। আশা করা হয়েছিল, সেই অধিবেশন নতুন ভবনে হবে। কিন্তু, পুরো অধিবেশনই পুরনো ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এই বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমেই নতুন সংসদ ভবন কাজ করা শুরু করবে।

এই বিশেষ অধিবেশনের কোনও অ্যাজেন্ডা দেয়নি সরকার। ফলে, ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে, সেই বিষয়ে অন্ধকারে রয়েছে বিরোধী দলগুলি। অন্ধকারে সংবাদমাধ্যমও। এই পরিস্থিতিতে, এদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লিখেছেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের প্রধান সোনিয়া গান্ধি। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, বিশেষ অধিবেশন নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বিরোধীদের কোনও অ্যাজেন্ডা জানানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের পক্ষ থেকে ৯টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ অধিবেশনে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন সোনিয়া।

তামিলনাড়ুতে বেপরোয়া গতির বলি ছয় যাত্রী

চেন্নাই, ৬ সেপ্টেম্বর: ভোরবেলা ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা তামিলনাড়ুর সালেমে। হাইওয়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে ঢুকে গেল দ্রুতগতির সওয়ারিবোঝাই গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু গাড়ির ছয় সওয়ারির। ভোর ৪টে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

তামিলনাড়ুর ইয়েনগুর থেকে একই পরিবারের আট জন একটি গাড়িতে পেরুনথুরাই যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। সালেম-ইরোড হাইওয়ের উপর ভোর ৪টে নাগাদ গাড়িটি যথেষ্ট গতিতে ছিল। সেই সময় হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে। গাড়ির গতিবেগ এতই বেশি ছিল যে, সওয়ারিবোঝাই গাড়িটি লরির পিছনে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই গাড়ির আট সওয়ারির মধ্যে ছ'জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে রয়েছে একটি এক বছরের শিশুও। তার মা, বাবারও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গাড়ির দুই সওয়ারি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদাদের সহায়তায় দ্রুত আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাটি রেকর্ড হয়েছে রাস্তায় লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায়।

জানা গিয়েছে, গাড়ির চালক ভিগনেশ এবং অন্য এক সওয়ারি প্রিয়া গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। কী করে দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই দুর্ঘটনা। যদিও গাড়ির কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনাও পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না। গাড়ির চালক একটু সুস্থ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no **WBMAD/ CM/ UHWC/ PWD/ NIT-10/23-24 and tender id 2023_MAD_563652_1** for renovation of Urban Health and Wellness Center. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

NOTICE INVITING e-TENDER

The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-01/2023-24 Date : 05.09.2023** & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender- 02/2023-24 Date : 05.09.2023** in this Gram Panchayat. Bid Submission End Date and Time : **12.09.2023** up to 6.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) : **15.09.2023** at 10.00 A.M. & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-03/2023-24 Date : 07.09.2023**. Bid Submission End Date and Time : **14.09.2023** up to 6.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) : **18.09.2023** at 10.00 A.M. & Tender. Details Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.-
Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন না চিনের প্রেসিডেন্ট, শিলমোহর বেজিংয়ের

বেজিং, ৬ সেপ্টেম্বর: আসন্ন জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন না চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সরকারিভাবে এই খবরে শিলমোহর দিয়েছে বেজিং। এই নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। চিনের নতুন ম্যাপ বিতর্কের ছায়াই পড়েছে এই শীর্ষ সম্মেলনে বলে ধারণা অনেকের। কিন্তু নানা গুঞ্জনের মাঝেই চিনের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতের নেতৃত্বে হওয়া জি-২০ সম্মেলনে তাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। এই সামিটকে সফল করতে সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে বেজিং।

সোমবার চিনের তরফে জানানো হয়েছিল, আসন্ন জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে যাচ্ছেন না চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তাঁর বদলে নয়াদিল্লিতে এই সামিটে যোগ দেবেন প্রিমিয়ার লি কিয়াং। মঙ্গলবার এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, জিনপিংয়ের ভারতে না যাওয়ার কারণ কি দু'দেশের মধ্যে চলতে থাকা চাপানউতোর? এই যুক্তি নস্যাৎ করে মাও কিং বলেন, ভারত-চিন সম্পর্ক এখন স্থিতিশীল। দু'দেশই বিভিন্ন স্তরে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রেখেছে। দু'দেশের মানুষের স্বার্থে সম্পর্কের উন্নতিতে কাজ করা হচ্ছে। আগামিদিনেও ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঠিক রাখতে আমরা কাজ করতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, ভারতের নেতৃত্বে হওয়া জি-২০ সম্মেলনে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করার মঞ্চ এই সামিট। জি-২০কে সফল করতে সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করব আমরা।

উল্লেখ্য, গত ২৮ অগস্ট দেশের নতুন সরকারি ম্যাপ প্রকাশ করে চিন। সেখানে অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করেছে তারা। এমনকী আকসাই চিনও নাকি তাদের, দাবি বেজিংয়ের। এরপরই জিনপিং প্রশাসনের নিন্দায় সরব হয় মোদি সরকার। চিনের এমন পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, এইরূপ ম্যাপ প্রকাশই চিনের অভ্যাস। ভারতের এমন কটাক্ষের পর পালটা আক্রমণ করে চিনের বিদেশমন্ত্রক জানায়, আমরা আমাদের ভূখণ্ডের সীমানা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আইন মেনেই নতুন ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই নিয়ে বেশি ভাবার কোনও কারণ নেই। এরপরই দু'দেশের স্নায়ুযুদ্ধ আরও তীব্র হয়। নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়, আদৌ কী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি হবেন জিনপিং?তবে এদিন ভারতের প্রতি চিনের সুর নরম করা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। একেই দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে সংঘাত সপ্তমে। তার মাঝে আগুনে ঘি ঢেলেছে চিনের নতুন ম্যাপ প্রকাশ। ফলে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে চিনের প্রিমিয়ার সেদেশের হয়ে কী কী বার্তা দেন, সেদিকেই এখন নজর সকলের।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-43/2023-24

Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the work **(1)** Installation of Solar Power System for Bus Passenger Shelter in front of Panagarh Industrial Park on Durgapur Expressway in the District of Paschim Bardhaman (2nd Call), Est. Amt. Rs. 3,10,373.00; Tender ID No. 2023_ADDA_563193_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA

আমেরিকার লুইসভিল শহরে ৩ সেপ্টেম্বর সনাতন ধর্ম দিবস হিসেবে ঘোষিত হল

ওয়াশিংটন, ৬ সেপ্টেম্বর: 'ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার মতো মুছে দিতে হবে সনাতন ধর্মকে।' দ্রাবিড় নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিনের এহেন ঘৃণাভাষণকে কেন্দ্র করে তোলপাড় দেশ। তুঙ্গে বিজেপি বনাম বিরোধী তরজা। এই প্রেক্ষাপটে ৩ সেপ্টেম্বর দিনটিকে সনাতন ধর্ম দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে আমেরিকার একটি শহর।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, আমেরিকার কেন্টাকি প্রদেশের লুইসভিল শহরে ৩ সেপ্টেম্বর দিনটিকে সনাতন ধর্ম দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শহরের মেয়র ক্রেগ গ্রিনবার্গের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কথা ঘোষণা করেন ডেপুটি মেয়র বারবারা সেক্সটন স্মিথ। উল্লেখ্য, ঝাঁ চকচকে লুইসভিল শহরে বহু সনাতম ধর্মাবলম্বীর বাস। রয়েছে মন্দির ও উপাসনাস্থলও। সেখানেই ধর্মাচরণে মেতে উঠেন বাসিন্দারা। কুম্ভ অভিষেকম নামের এমনই এক অনুষ্ঠানে সনাতন ধর্ম দিবস ঘোষণা করা হয়।

সম্প্রতি 'সনাতন অ্যাবলিশন কনফারেন্সে' যোগ দিয়েছিলেন উদয়নিধি। সেখানেই তিনি বলেন, কিছু জিনিসের প্রতিবাদ করা যায় না। সেগুলির অবলুপ্তি ঘটানো দরকার। আমরা ডেঙ্গি, মশা, ম্যালেরিয়া কিংবা করোনার বিরোধিতা করি না। আমরা সেটা নির্মূল করি। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতন ধর্মকে অবলুপ্ত করতে হবে। 'সনাতন' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। এটা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরুদ্ধে।দ আর এরপরই বিতর্ক চরমে পৌঁছে যায়। এদিকে, তুমুল বিতর্কের মুখেও মাথা নত করতে নারাজ উদয়নিধি। তাঁর দাবি, তিনি মোটেই গণহত্যার ডাক দেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, প্রান্তিক জনজাতির হয়ে কথা বলা। তিনি সনাতন ধর্মের দ্বারা আক্রান্ত। আবারও এমন মন্তব্য করতে পিছপা হবেন না তিনি বলেও সাফ জানান। আর এহেন সুবর্ণ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে জোর আওয়াজ তুলছে বিজেপি। এবার উদয়নিধিকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছে কেন্দ্রের শাসকদল।

আজ জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন বাইডেন

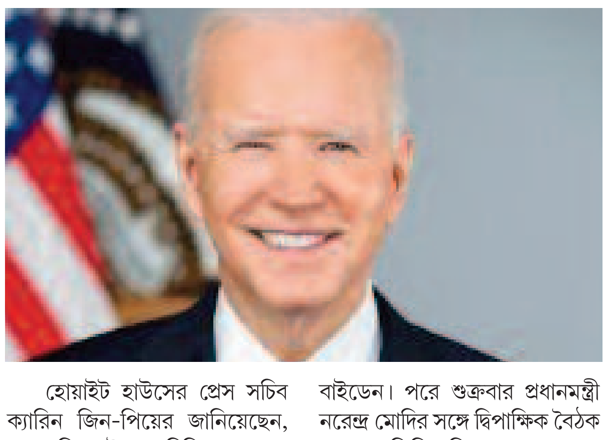

ওয়াশিংটন, ৬ সেপ্টেম্বর: অবশেষে দূর হল সংশয়ের কাঁটা। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে নয়াদিল্লি আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে তাঁর ভারতে আসা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। এবার হোয়াইট হাউস জানিয়ে দিল, বাইডেনের কোভিড পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ এসেছে। এবং তাঁর শরীরে সংক্রমণের কোনও লক্ষ্মণও নেই। তবে তিনি সফরে বেশির ভাগ সময় মাস্ক পরে থাকবেন ও করোনা গাইডলাইন মেনেই চলবেন সাবধানতা অবলম্বন করতে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারিন জিন-পিয়ের জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারই নয়াদিল্লি আসছেন বাইডেন। পরে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের আগে মোদি-বাইডেন বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও চিন সাগরে লালফৌজের আগ্রাসানের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে আমেরিকা ও ভারত। ফলে জি-২০-র মঞ্চ থেকে দুই মিত্রদেশ চিনকে কী বার্তা দেয় তার দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের।

মোদির সঙ্গে বৈঠকের পরে শনি ও রবি জি-২০ সম্মেলনে অংশ নেবেন বাইডেন। উল্লেখ্য, আসন্ন জি-২০ সামিটের আয়োজক দেশ ভারত। ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দু'দিন চলবে এই সম্মেলন।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: **z184@indianbank.co.in**

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১২.১০.২০২৩** তারিখে, নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) -এর কাছ থেকে। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার এবং বন্ধকদাতা: শ্রীমতী মিঠু দে,** স্বামী অজিত কুমার দে রাসনগর, কাপাসডাঙা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৪৯। **ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার :** অজিত কুমার দে রাসনগর, কাপাসডাঙা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৪৯। **খ) কাদাই শাখা**	২৬.০৭.২০১০ তারিখের রেজিস্টার্ড গিফট ডিড আই-৩৪২৪ -এর মাধ্যমে **মিঠু দে -এর নামে** তথায় থাকা বিল্ডিং সহ ৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - লালবাগ, থানা- মুর্শিদাবাদ এর অধীনে, জেএল নং ৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭১৮, আরএস প্লট নং ৪০৫, এলআর প্লট নং ৪৪৬। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - জ্যোৎস্না ধর এর সম্পত্তি, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব - মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিম - প্রশান্ত প্রামাণিকের সম্পত্তি দ্বারা।	**২৩,৯৪,২৮৭.৫৮ টাকা** (তেইশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত সাতাশি টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ২১,৯৭,৫৫২.৮৫ টাকা + ১,৯৬,৭৩৪.৭৩ টাকা) **১৭.০৮.২০২৩** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তদুপরি খরচ	**ক) ৮২.৮০ লক্ষ টাকা (*)** (বিরাশি লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৮.৩০ লক্ষ টাকা** (আট লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB3293150131** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা: শ্রী উদয় দত্ত,** গ্রাম - জারুর, পোঃঅঃ- জারুর রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২৩৫। **ঋণগ্রহীতা : শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত,** গ্রাম - জারুর, পোঃঅঃ- জারুর রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২৩৫। **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স দত্ত এন্টারপ্রাইজ, মালিক : শ্রী উদয় দত্ত** গ্রাম - জারুর, পোঃঅঃ- জারুর রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২৩৫। **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা : শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত,** গ্রাম - জারুর, পোঃঅঃ- জারুর রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২৩৫। **খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা**	তথায় থাকা নির্মাণ সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মৌজা - জারুর, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১০৭, দাগ নং এলআর ১৪৯২, জমির পরিমাপ - ২.৫০ ডেসিমেল বড়লা তে, পোস্ট - বড়লা ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ - ভিটি, শিরোনাম দলিল - ৫২২৭ তারিখ- ১৩.১১.১৯৯৫, এডিএসআর - জঙ্গিপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্তের নামে আছে,** পিতা- প্রয়াত বামাপদ দত্ত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - রাধেশ্যাম দত্তের সম্পত্তি, দক্ষিণ - কৃপাসিন্ধু দত্তের সম্পত্তি, পূর্ব - লাল্টু দত্তের সীমানা, পশ্চিম - মেইন মেটাল রোড দ্বারা।	**৩৩,৩০,৫৫৪.৬৪ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওওয়াই = ৩০,৩৫,৯৯৯.৫৯ টাকা + ২,৯৪,৫৫৫.০৫ টাকা) **২৪.০৮.২০২৩** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তদুপরি খরচ	**ক) ৩৭.৯৯ লক্ষ টাকা (*)** (সাঁইত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৪.০০ লক্ষ টাকা** (চার লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30213395652** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১২.১০.২০২৩; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৯.২০২৩
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

নিজেদের অজ্ঞতায় এশিয়া কাপ থেকে বিদায় আফগানিস্তান, হতাশ রশিদ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেট রান রেটের হিসাব ঠিক মতো করতে না পারায় এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে আফগানিস্তানের। মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তুল্যমূল্য লড়াই করেও ২ রানে হেরে গিয়েছেন রশিদ খানেরা। পরে বিষয়টি জানার পর আফসোসের শেষ নেই আফগান ক্রিকেটারদের। সমাজমাধ্যমে সেই আফসোস প্রকাশ করেছেন আফগান অলরাউন্ডার। ফিরে আসার আশ্বাস দিয়েছেন সমর্থকদের।

রশিদ মঙ্গলবারের ম্যাচের ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘‘খেলায় অনেক সাফল্য এবং ব্যর্থতা থাকে। সেগুলো থেকে শিখতে হবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং আরও শক্তিশালী ভাবে ফিরে আসতে হবে। আমাদের সমর্থন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।’’ নেট রান রেটের নিয়ম না জানার জন্য ম্যাচের আম্পায়ারদের দুষেছে আফগানিস্তান শিবির। শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাট করে ২৯১ রান করেছিল। নেট রান রেটে শ্রীলঙ্কাকে টপকে সুপার ফোরে জায়গা করে নিতে হলে ৩৭.১ ওভারে ২৯২ রান করতে হত আফগানিস্তানকে। তার পরের হিসাব জানা ছিল না রশিদদের। প্রথম হিসাব মাথায় রেখে খেলতে নেমেছিলেন আফগান ক্রিকেটারেরা। সেই মতো ৩৭ ওভারে আট উইকেটে ২৮৯ রান তুলে ফেলে আফগানিস্তান। শেষে এক বলে তাঁদের দরকার ছিল তিন রান। কিন্তু সেই বলে আউট হয়ে যান আফগানিস্তানের ব্যাটার মুজিব উর রহমান। তার পরেও অঙ্কের হিসাবে সুপার ফোরে ওঠার সুযোগ ছিল আফগানিস্তানের। ৩৭.৪ ওভারে ২৯৫ রান বা ৩৮.১ ওভারে ২৯৭ রান তুলতে পারলেই হত। কিন্তু এই পরের হিসাব জানা ছিল না রশিদদের। তাই ৩৭.১ ওভারে নবম উইকেট পড়তেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। আর চেষ্টা করেননি রশিদেরা।

আফগানিস্তানের কোচ জোনাথন ট্রট স্বীকার করে নিয়েছেন নেট রান রেটের নিয়ম তাঁরা জানতেন না। এ জন্য ম্যাচের দুই আম্পায়ারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। ট্রট বলেছেন, ‘‘আমাদের নেট রান রেটের হিসাব নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছিল, ৩৭.১ ওভারের মধ্যে ২৯২ রান করতে হবে। কিন্তু এটা বলা হয়নি যে ৩৮.১ ওভার পর্যন্তও আমরা জিততে পারি। ২৯৫ বা ২৯৭ রান করলেও যে সুপার ফোরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে, তা আমাদের জানানো হয়নি। নেট রান রেটের হিসাব জানা থাকলে আমরা জিততেও পারতাম।’’

ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েই দেশে ফিরলেন সাদিকু, বাগানের তারকা ফুটবলারের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগানকে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন করেই কলকাতা ছেড়েছেন সবুজ মেরুনের ফুটবলার আর্মান্দো সাদিকু। এবারে মোহনবাগানকে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন করার পরেই আর্মান্দো সাদিকু নিজের দেশ থেকে সুখবর পেলেন। জাতীয় দলের জার্সিতে এবার দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য ডাক পেলেন আলবানিয়ার এই ফুটবলার। রবিবার ইস্টবঙ্গলকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপ জিতেছে মোহনবাগান। ১০ জনের সবুজ-মেরুনের হয়ে গোল করেছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তাঁর গোলেই ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। সাদিকু ফাইনালে গোল পাননি। কিন্তু সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত গোল করেছিলেন সাদিকু। সেই ম্যাচে পরে নেমেছিলেন এবং আলবানিয়ার এই ফুটবলারের গোলেই গোয়াকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে ছিল জুয়ান ফেরান্দোর দল। সেমিফাইনালে গোলের কারণেই তাঁকে ফাইনালে প্রথম থেকে খেলান জুয়ান ফেরান্দো। আর ফাইনাল ম্যাচে যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সাদিকুদের মোহনবাগান। ডুরান্ড ফাইনালের পরেই রবিবার রাতেই দেশের বিমানে ধরেছিলেন সাদিকু।

২০২৪ সালের ইউরো কাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচটি ৮ তারিখ চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে খেলবে আলবানিয়া। সেই কারণেই এবারের জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন সাদিকু। মোহনবাগানকে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন করার পরে তিনি নিজের দেশে উড়ে যান। চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার পরে ১০ তারিখ ফের কোয়ালিফায়ার ম্যাচ রয়েছে আলবানিয়ার। সেই ম্যাচে সাদিকুর দেশের প্রতিপক্ষ পোল্যান্ড। ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বে আলবানিয়ার সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, মলদোভা, ফারো আইল্যান্ড।

এই মুহূর্তে গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে চেক প্রজাতন্ত্র। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আলবানিয়া। ৩ ম্যাচ খেলে সাদিকুর দেশের সংগ্রহে রয়েছে ৬ পয়েন্ট। আগামী ৮ এবং ১০ তারিখে ইউরো কাপের কোয়ালিফায়ারে আলবানিয়ার খেলা রয়েছে চেচিয়া এবং পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই দুই ম্যাচের জন্যই জাতীয় দলের ব্রাজিলিয়ান কোচ সিলভিনহো ডেকে নিলেন সাদিকুকে। যিনি অতীতে আর্সেনাল, বার্সেলোনা, ম্যান সিটির খেলেছেন। আপফ্রন্টে সাদিকু জুটি বাঁধবেন চেলসির তারকা আর্মান্দো ব্রোহার সঙ্গে। আলবেনিয়ান ফুটবলের বড় নাম আর্মান্দো সাদিকু। জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন ২০১২ থেকে। উয়েফা ইউরো কাপে জাতীয় দলের হয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি। দেশের জার্সিতে প্ থম আলবেনিয়ান হিসাবে গোল করার কীর্তিও রয়েছে তাঁর। দেশের হয়ে সর্বোচ্চ সক্রিয় গোলদাতাও তিনি। এর মাঝে পোল্যান্ড বড়সড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আলবেনিয়ার সামনে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ৬৫ নম্বরে রয়েছে সাদিকুর আলবেনিয়া। পোল্যান্ডের র্যাঙ্কিং ২৬। লেওয়ানডোস্কিদের বিরুদ্ধে সাদিকু কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকেই মোহনবাগান ভক্তদের বাড়তি নজর থাকবে। তবে গ্রুপ লিগে পোল্যান্ড চার নম্বরে রয়েছে। আলবেনিয়া রয়েছে দুই নম্বরে।

নিজের ফায়দার জন্য নয়, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে কড়া কথা, সাফ বক্তব্য স্টিম্যাচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বছরে ভারতীয় ফুটবল দলকে দারুণ সাফল্যে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কোচ ইগর স্টিম্যাচ। তবে এর মধ্যে তাকে নিয়ে বিতর্কেও সৃষ্টি হয়েছে। শোকজ নোটিস ধরানো হয়েছে কোচকে। এরই মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারত। আজ ভারতীয় দলের প্রধান কোচ ইগরের জন্মদিন। এএফসি এবং কিংস কাপ খেলতে নামার আগে বেশ বিতর্ক মন্তব্য করেছেন ‘বার্থডে বয়’।

ইরাকের বিরুদ্ধে কিংস কাপ খেলতে নামার আগে ভারতীয় দলের অবস্থা খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। অনেকজন ফুটবলার চোট পেয়ে মাঠের বাইরে রয়েছেন। ভারত প্রস্তুতির জন্য সময়ও কম পেয়েছে। এই বিষয়ে সংবাদ প্রতিদিনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কোচ ইগর বলেন, ‘আমার জন্মদিনের উপহার হিসেবে চাইবো দল যেন ইরাকের বিরুদ্ধে জেতে। এর থেকে বড় উপহার আর কিছু হবে না। তবে সত্যি বলতে দলের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। প্রস্তুতির জন্য আমরা খুব কম সময় পেয়েছি। সেই জায়গায় ইরাক দুই সপ্তাহ ট্রেনিং করে এখানে খেলতে আসছে। দলের ছেলেদের মধ্যে ছাংতের জ্বর। শুভাশিস বসুর ক্র্যাম্প। আকাশের অবস্থাও ভালো নয়, ওর হাত ভেঙে গিয়েছে। তবে সহজে আমরা হাল ছেড়ে দেব না। ছেলেদের বলেছি শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে। যাতে আয়নার সামনে দাঁড়ালে বলা যায় যে আমরা সব দিয়ে চেষ্টা করেছি।’

ভারতীয় দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন ইগর। সেই বিষয়ে বিতর্ক ছড়িয়ে পরে চারিদিকে। এই ঘটনায় তাকে শোকজ করা হয়েছে। এই নিয়ে তিনি বলেন, ‘মিডিয়ায় অনেক জায়গায় বলা হচ্ছে আমাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে অভ্যন্তরে কথা বলা উচিত ছিল। আমি একটা বিষয়ে পরিষ্কার করতে চাই। অভ্যন্তরীণ মিটিংয়েও আমি এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছি। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের চাপ কতটা তা আমি বুঝি। এটা ভাবার কোন দরকার নেই যে আমাদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। আমি যা বলেছি দলের ভালোর জন্যই বলেছি। যা করছি ও বলছি তা ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থেই।’

কিছুদিন পরেই শুরু হবে এশিয়ান গেমস। এই টুর্নামেন্ট নিয়ে ফুটবলারদের পাওয়া নিয়ে ক্লাবগুলোর সঙ্গে ফেডারেশনের একটা দড়ি টানাটানি চলছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি জানিনা এই টুর্নামেন্টে কি হবে। ক্লাবগুলোর খুব একটা দোষ নেই। ফিফা উইন্ডোর সময় এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে না। ফলে আইএসএল এর সঙ্গে একটা তো সংঘাত বাঁধবেই। বেঙ্গালুরুর অবস্থা খারাপ ওদের দু’জন গোলকিপার নেই মনে হয় না গুরপ্রীতকে এশিয়ান কাপে পাব। আমি ক্লাবগুলির কাছে অনুরোধ করছি কমপক্ষে দু’জন করে ফুটবলার ছাড়তে যার ফলে আমরা লড়াই করার জন্য একটা দল তৈরি করতে পারব। আমি বিশ্বাস করি চীনকে হারিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। জানিনা বিষয়টা কি হবে তবে আগামী দুদিনে একটা পরিষ্কার ছবি পাব বলে আশা করছি।’

ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী সবে মাত্র বাবা হয়েছেন। তার জন্য কিংস কাপে তিনি খেলছেন না। এশিয়ান কাপে তিনি থাকবেন কিনা এই বিষয়ে কোচ জানান, ‘অধিনায়ক আমাদের সঙ্গে থাকে না এরকম খুব কম হয়। তবে ও এখন দায়িত্বশীল পিতাও বটে। আশা করছি এশিয়ান গেমসে ও খেলবে।’

রাহুল-ইশানের মধ্যে বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে কে খেলবেন? দল ঘোষণার দিনই জবাব দিলেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার আসন্ন একদিনের বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। চলতি এশিয়া কাপের মাঝখানে ক্যান্ডি থেকে দল ঘোষণা করা হয়। ১৫ জনের দলে সেভাবে কোনও বড় চমক নেই। এশিয়া কাপের ১৭ জনের দল থেকে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও তিলক বর্মাকে ছাড়া সকলকেই বিশ্বকাপের দলে রাখা হয়েছে। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দলে রাখা হয়েছে কেএল রাহুল ও ইশান কিশানকে। কিন্তু বিশ্বাকাপের প্রথম একাদশে কে খেলবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পর এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সোজাসুজি জবাব দেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ভারত অধিনায়ক বলেন, দলে কাকে খেলানো হবে সেটা এখন বলা সম্ভব নয়।

প্রথম একাদশ নির্বাচন করা হবে আমরা কোন পরিস্থিতিতে খেলছি, আমাদের প্রতিপক্ষ কোন দল সব দিক বিচার করে তারপর ঠিক করা হবে। যখন যাকে নিলে আমাদের বেশি সুবিধা হবে তাঁকেই খেলানো হবে। প্রয়োজন হলে দুজনকে একসঙ্গেও খেলিয়ে দিতে পারি। অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে সানা স্নাতক হওয়ার সমাবর্তন অনুষ্ঠান লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

নেপালের বিরুদ্ধে দুরন্ত ব্যাটিং, আইসিসি-র ওয়ানডে তালিকায় তিনে গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি-র ওয়ানডে ব্যাটারদের তালিকায় তিন নম্বরে উঠে এলেন ভারতের তারকা শুভমান গিল।

নেপালের বিরুদ্ধে ৬২ বলে ৬৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন ভারতের ওপেনার। আর সেই ইনিংস গিলকে আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটারদের তালিকায় তিন নম্বরে পৌঁছে দেয়। চলতি বছরে তিনটি ফরম্যাট মিলিয়ে দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছেন শুভমান গিল। তিনি মোট ১৩৬১ রান করেন।

ওয়ানডে-তে ১৪ ম্যাচে গিলের সংগ্রহ ৮২৭ রান। এর মধ্যে রয়েছে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০৮ রান। পাঁচ-পাঁচটি শতরান রয়েছে তাঁর। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা শুভমান গিল আরও অনেক রেকর্ড ভাঙবেন বলেই মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। আইসিসি-র ওয়ানডে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষ স্থানে রয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। প্রথম দশে রয়েছেন তিন জন পাকিস্তানি। চারে পাক তারকা ইমাম উল হক, সাতে ফখর জামান। দশ নম্বরে ভারতের তারকা বিরাট কোহলি।

দু’ নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় রাসি ভ্যান ডার ডুসেন। পাঁচ নম্বরে আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর। অস্ট্রেলিয়ার তারকা ডেভিড ওয়ার্নার ছয়ে, ন’ নম্বরে স্টিভ স্মিথ।। আটে কুইন্টন ডি কক। প্রথম দশে না থাকলেও এগারো নম্বরে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

‘আসল নাম তো ভারতই’, দেশের নাম বিতর্কে মুখ খুললেন গাভাসকর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্ডিয়া না ভারত? দেশের নাম নিয়ে সাম্প্রতিককালে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বীরেন্দ্র শেহওয়াগের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার দাবি করেছেন, দেশের ক্রিকেটারদের জার্সিতে ‘ইন্ডিয়া’র পরিবর্তে ‘ভারত’ লেখা হোক। এবার এই বিতর্কে মুখ খুললেন সুনীল গাভাসকর। দেশের নামবদল নিয়ে কিংবদন্তি ক্রিকেটারের দাবি, দেশের আসল নাম ভারতই ছিল। এখন সরকারিভাবে পুরনো নাম ফিরিয়ে আনাই যায়।

জি২০ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণপত্র ঘিরেই শুরু হয়েছে দেশের নাম বদলের জল্পনা। সমাজমাধ্যম থেকে শুরু করে কূটনৈতিক মহল- সর্বত্রই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করতে থাকে একটাই প্রশ্ন। খুব তাড়াতাড়িই দেশের নাম পালটে ফেলা হবে বলেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। গোটা ঘটনায় শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোরও। এহেন পরিস্থিতিতেই বিসিসিআইয়ের কাছে বিশেষ আবেদন করেন শেহওয়াগ। বীরুর দাবি, আসন্ন বিশ্বকাপ থেকে রোহিতদের জার্সিতে ইন্ডিয়া না লিখে ভারত লেখা হোক।

শেহওয়াগ বলেন, ‘আমি সবসময় একটাই কথা মনে করি যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নাম এমন হওয়া উচিত যা আমাদের হৃদয়কে গর্বিত করে। আমরা ভারতীয় এবং ইন্ডিয়া নামটা ইংরেজরা দিয়েছিল। সেকারণে এই টিম ইন্ডিয়া নামটা এখনই বদলে ফেলা উচিত।’ এই টুইটে শেহওয়াগ জয় শাহকে ট্যাগ করে দাবি করেছেন, আসন্ন একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে রোহিত ব্রিগেডের বুকের উপর ‘ভারত’ নামটা যেন লেখা থাকে।

এহেন পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন গাভাসকর। একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেন, অদেশের নাম তো আসলে ভারতই ছিল। শুনতেও ভাল লাগে। তবে এবার সরকারিভাবে দেশের নাম নিয়ে ভাবতে হবে। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে জানাতে হবে ক্রিকেট দলের নাম ‘ভারত ক্রিকেট দল’। বর্মা যেমন মায়ানমার হয়েছে। তাই দেশের পুরনো নাম ফিরে আসতেই পারে।

২০২৬ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আর্জেন্তিনা! ফের নীল সাদা জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের একবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চলেছেন বর্তমান ফুটবলের কিংবদন্তি তারকা লিওনেল মেসি। নীল সাদা জার্সিতে আবারও মেসির বাঁ পায়ের ম্যাজিক দেখতে পাবে বিশ্ব ফুটবল। আর্জেন্তিনার জার্সি গায়ে ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে মাঠে নামবে আর্জেন্তিনা। বৃহস্পতিবার তাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইকুয়েডর। সেই ম্যাচেই ফের খেলতে নাতে পারেন মেসি। আর্জেন্তিনা, ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে রাউন্ড রবিন লিগ থেকে বিশ্বকাপে সরাসরি অংশ নেবে। যোগ্যতা অর্জন পর্ব চলবে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আর্জেন্তিনা দলে রয়েছেন ৩৬ বছর বয়সি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেসি। তবে এখন প্রশ্ন হল মেসি যদি যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে খেলেন তাহলে কি তিনি বিশ্বকাপের মূল পর্বেও খেলবেন।

আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপজয়ী ম্যানেজার লিওনেল স্কালোনি অবশ্যই চান তাঁর দলে মেসি থাকুক। ২০২৬ বিশ্বকাপে স্কালোনির স্কোয়াডে মেসির জন্য একটি জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারিতে স্কালোনি বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি মেসি পরের বিশ্বকাপে খেলুক। সে কী চায়, তার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সবটাই নির্ভর করবে তাঁর উপর। মেসি ভালো বোধ করছে কিনা সেটা দেখতে হবে। মেসির জন্য দরজা সবসময় খোলা থাকবে। মাঠে তিনি থাকলে খুব ভালোই হবে।’

ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্তিনা। তার পরে সরকারি ভাবে বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বে ফের নামছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের বল গড়াবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডাতে। ৪৮টি দল অংশ নেবে মেগা ইভেন্টে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে চার থেকে ছয়ে। সপ্তম দলটি ইন্টার কন্টিনেন্টাল প্লে অফের মাধ্যমে বিশ্বকাপে অংশ নেবে।

এদিকে সম্প্রতি ডাচ কোচ লুইস ভ্যান গল বলেছেন মেসিকে ইচ্ছা করে বিশ্বকাপ জিতিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সংবাদমাধ্যম ‘এনওএস’ স্পোর্টসের সঙ্গে মেসিদের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কোচ লুইস ভ্যান গল বলেন, ‘আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। আপনি যখন দেখবেন কীভাবে আর্জেন্তিনা গোলগুলো করেছিল এবং আমরা কীভাবে গোলগুলো করেছিলাম (তখন বুঝতে পারবেন)। তাদের কিছু খেলোয়াড় সীমা অতিক্রম করেছিল এবং এরপরও তাদের কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। ফলে আমার মনে হয়েছে এই ম্যাচটা পুরোপুরিভাবে পূর্বপরিকল্পিত খেলা ছিল। আমি যা বলতে চেয়েছি, মেসিকে কি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতেই হতো? আমার মনে হয়, হ্যাঁ।’

ক্রিকেটে ফিরল ম্যাচ গড়াপেটার ছায়া, গ্রেফতার লঙ্কান স্পিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটে ফের ম্যাচ গড়াপেটার ছায়া। তবে এ বার ভারতীয় ক্রিকেটে নয়, বরং ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠেছে এক প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। তিনি সচিত্র সেনানায়েক। জাতীয় দলের হয়ে তিন ফর্ম্যাটেই খেলেছেন তিনি। ২০১৩ সালে কেকেআরের হয়ে আইপিএলেও খেলেছিলেন। সপ্তাহ তিনেক আগে আদালত সচিত্র সেনানায়েককে নির্দেশ দেয়, আগামী তিন মাস দেশ ছাড়তে পারবেন না তিনি। এ বার ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জেরে গ্রেফতার হলেন প্রাক্তন লঙ্কান স্পিরান সচিত্র সেনানায়েক।

সেনানায়েকের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের কয়েকটি ম্যাচ গড়াপেটা করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলা এই অফ স্পিনারের বিরুদ্ধে এরপর তদন্ত শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুই ক্রিকেটারকে ফোনে ম্যাচ ফিক্সিং করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। এরপর লিখিত অভিযোগ দায়ের হতে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে শ্রীলঙ্কান পুলিশ। আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার পর সেই মামলায় কলম্বোর চিফ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সেনানায়েকের দেশ ছাড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর সকালে সচিত্র সেনানায়েক আত্মসমর্পন করেন। তাঁকে ক্রীড়া দুর্নীতি শাখা গ্রেফতার করেছে। ৩৮ বছর বয়সী সচিত্র সেনানায়েক শ্রীলঙ্কার হয়ে ১টি টেস্ট, ৪৯টি ওডিআই এবং ২৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলেছেন। লঙ্কান জার্সিতে ওডিআই ও টি-টোয়েন্টিতে যথাক্রমে সেনানায়েক নিয়েছেন ৫৩টি ও ২৫টি উইকেট। ক্যারাম বলে দক্ষ বলে ২০১৩ সালে কেকেআর দলে নিয়েছিল সেনানায়েককে। ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন সেনানায়েক। সে বার ভারতকে হারিয়ে কুড়ি বিশের বিশ্বকাপ জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। সে বছর তাঁর উপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বোলিংয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আইসিসি। তিনি বোলিং অ্যাকশন পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন। কিন্তু পরবর্তীতে আর ছাপ রাখতে পারেননি। ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারিতে তিনি অবসর নেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**